কৃষিই সমৃদ্ধি

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.dae.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

www.dae.gov.bd

“আমি চাই আমার জনগণ হাসুক, আনন্দ করুক, পেট ভরে ভাত খাক।
আমার জনগণ মানুষের মতো বাস করুক, সুষ্ঠু, সুন্দর সোনার বাংলা গড়ে উঠুক।”

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার জন্য যতটুকু সম্ভব খাদ্য উৎপাদনে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জননেত্রী শেখ হাসিনা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

উপদেষ্টা পরিষদ

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোঃ রেজাউল করিম
পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোঃ খায়রুল আলম
পরিচালক (প্রশিক্ষণ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. ফ.ম. মাহবুবুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা), পরিকল্পনা,প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

ড. মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শরীফ
উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

রেহানা সুলতানা
উপপরিচালক (কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশন), প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রকাশনা কর্মকর্তা

তাহসীন তাবাসসুম
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রকাশকাল
জুন ২০২৪

১ম সংখ্যা
২০০০ (দুই হাজার) কপি

মুদ্রণ ও বাঁধাই
কলেজগেট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
কলেজগেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

প্রকাশনায়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

উপদেষ্টা পরিষদ

বাদল চন্দ্র বিশ্বাস
মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোঃ রেজাউল করিম
পরিচালক (পরিকল্পনা
প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোঃ খায়রুল আলম
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

মোঃ জয়নাল আবেদীন
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ উইং)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

সংকলন ও সম্পাদনায়

ড. ফ.ম. মাহবুবুর রহমান
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

ড. মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শরীফ
উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

রেহানা সুলতানা
উপপরিচালক
(কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডুকেশন)
প্রশিক্ষণ উইং
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রকাশনা কর্মকর্তা

তাহসীন তাবাসসুম
প্রকাশনা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ উইং

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটি

মোঃ রেজাউল করিম
পরিচালক, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
সভাপতি

কে জে এম আব্দুল আউয়াল
পরিচালক, হর্টিকালচার উইং
সদস্য

ড. মোঃ হজরত আলী
অতিরিক্ত পরিচালক
উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং
সদস্য

ড. মোঃ শাখাওয়াত হোসেন শরীফ
উপপরিচালক (প্রকল্প বাস্তবায়ন)
পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং
সদস্য

হাসান ইমাম
উপপরিচালক
(সার্ভিলেন্স এন্ড ফোরকাস্টিং)
সদস্য

মোছাঃ শারমীন আখতার
উপপরিচালক (দানাদার ফসল)
ক্রপস উইং
সদস্য

ড. মোঃ আবু জাফর আল মুনছুর
উপপরিচালক (মনিটরিং),
সরেজমিন উইং
সদস্য

মোহাম্মদ কায়কোবাদ খান
অতিরিক্ত উপপরিচালক
প্রশাসন ও অর্থ উইং
সদস্য

সাইদুজ্জামান
উদ্যান উন্নয়ন কর্মকর্তা, বছরব্যাপী ফল
উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
সদস্য

তাহসীন তাবাসসুম
প্রকাশনা কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ উইং
সদস্য সচিব

মাননীয় মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। নিঃসন্দেহে এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি অন্যতম চালিকাশক্তি। অনাদিকাল থেকে এদেশের মানুষ খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করে আসছে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে হলে কৃষির উন্নয়ন করতে হবে। একারণেই স্বাধীনতার পরপরই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সূচনা করেছিলেন সবুজ বিপ্লবের। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার। বর্তমান সরকারের অব্যাহত কৃষিবান্ধব নীতি ও কৌশল গ্রহণের কারণে নানান সংকট মোকাবেলা করে কৃষির উৎপাদনধারা অব্যাহত রাখা এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পেরেছে। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম এবং পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে। জীবিকা নির্বাহের কৃষি এখন বাণিজ্যিক, টেকসই ও স্মার্ট কৃষিতে রূপান্তরের পথে। কৃষিতে বাংলাদেশের সাফল্য সারা পৃথিবীর কাছে আজ এক রোল মডেল।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন দেশের সর্ববৃহৎ কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রণীত রূপকল্প ২০৪১, এসডিজি-২০৩০, জাতীয় কৃষিনীতি, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ এবং অন্যান্য পরিকল্পনা দলিলের আলোকে কৃষির উন্নয়ন, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ডিএই নিরলস কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। কৃষিতে উৎপাদনটাই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সংস্থাটি দুই শতাধিক ফসলের উৎপাদন, দলভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান, সেচ ব্যবস্থাপনা, বীজ ব্যবস্থাপনা, ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, ই-কৃষি জনপ্রিয়করণ, মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও বিপণন প্রযুক্তির সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন দুর্যোগ কৃষকের পাশে থেকে প্রায় ২৭০০০ জনবলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর কৃষি আবাদি জমি কমে (০.৭৩% হারে) গেলেও আধুনিক ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তিসমূহের কার্যকর সম্প্রসারণের কারণে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন ফসলের এলাকাভিত্তিক অভিযোজন কলাকৌশল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মতৎপরতার প্রতিফলনের পাশাপাশি তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুস শহীদ, এমপি)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের মুক্তি, অগ্রগতি ও দারিদ্র্যবিমোচন অনেকটা কৃষির অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল। বঙ্গবন্ধু প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক (১৯৭৩-৭৮) পরিকল্পনায় কৃষিতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩১ শতাংশ। বিশাল জনগোষ্ঠীর এই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বসতবাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে কৃষি জমি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সে সাথে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া। এ ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপে দেশ খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে।

আজ বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন তথা কৃষি সাফল্যে পৃথিবীতে অসাধারণ এক জায়গা করে নিয়েছে। আর এ সাফল্য এসেছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে খাদ্য ঘাটতির দেশ আজ খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর দর্শন অনুসরণ করেই আজ আমরা কৃষিতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছি। সার, বীজ আর সেচ ব্যবস্থাকে সহজলভ্য করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে নিয়মিত প্রণোদনা পাচ্ছেন দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা। কৃষিতে শ্রম সংকটের নিরসনে ভর্তুকি মূল্যে হারভেস্টর, পাওয়ার থ্রেসারসহ প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্র প্রদান করা হচ্ছে। লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, রপ্তানিমুখী কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেমন- কফি, কাজুবাদাম ইত্যাদি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ এবং দেশের চাহিদা পূরণে মসলা ও তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আম রপ্তানির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ভাবনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াসসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রশংসিত হয়েছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(ওয়াহিদা আক্তার)

মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

আমাদের অর্থনীতির মূল অবকাঠামো কৃষির ওপর দন্ডায়মান। তাই বিশাল জনগোষ্ঠীর এই বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যবিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। যে দেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং যে দেশের শ্রমশক্তির ৪০% এর অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে এই খাত সে দেশের জাতীয় আয়ে কৃষির ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না (তথ্য সূত্রঃ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কৃষি সেক্টর)। তবে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বর্তমানে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। যেখানে প্রতি বছর ০.৭৩% হারে কৃষি জমি কমে যাচ্ছে (তথ্য সূত্র: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, কৃষি সেক্টর), সেখানে সীমিত কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের জোগান নিশ্চিতকল্পে কৃষক, কৃষিকর্মী, সম্প্রসারণবিদ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিরলস অবদান রেখে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ খাতে ক্রমাগত উন্নয়ন সহায়তা প্রদান, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, শস্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, উত্তম কৃষি চর্চা, লাভজনক পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সরকার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। খামার যান্ত্রিকীকরণসহ পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে মোকাবেলা করার জন্য ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ফসলের উন্নত, অধিক ফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত এবং কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য সকল তথ্য উপাত্ত এ বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য ভবিষ্যতে গবেষণা, কর্মপরিকল্পনা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কাজের তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। স্বল্প সময়ে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের বিবরণ তুলে ধরার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনায় জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি এই প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি।

(বাদল চন্দ্র বিশ্বাস)

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	এক নজরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২১
২	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মোট জনবলের তথ্য	২১
৩	প্রশাসন ও অর্থ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	২৩
৪	হর্টিকালচার উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৩১
৫	প্রশিক্ষণ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৩৫
৬	ক্রপস উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৪০
৭	সরেজমিন উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৪৪
৮	উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৪৮
৯	উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৫২
১০	পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর পরিচিতি, কার্যক্রমসমূহ ও অর্জন	৫৮
১১	প্রকল্পসমূহ	৬১
১২	“আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)”	৬২
১৩	সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প	৬৩
১৪	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (সিএসএডব্লিউএম) (ডিএই পার্ট)	৬৫
১৫	ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প	৬৬
১৬	কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	৬৭
১৭	বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	৬৮
১৮	লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭০
১৯	মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প	৭২
২০	ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প, ২য় সংশোধিত (ডিএই অংগ)	৭৩
২১	মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৪
২২	অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৫
২৩	দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	৭৬
২৪	জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৭৭
২৫	তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প	৭৮
২৬	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮০
২৭	কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮২
২৮	গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), ডিএই।	৮৩
২৯	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (২য় সংশোধিত)	৮৪
৩০	রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৬
৩১	বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৮৮
৩২	কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-সি- বিডব্লিউসিএসআরপি)	৮৯
৩৩	যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প	৯০
৩৪	পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯১
৩৫	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯২
৩৬	কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প	৯৩
৩৭	কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ।	৯৪
৩৮	রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প	৯৬
৩৯	বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৯৭

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪০	২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	৯৮
৪১	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২) প্রকল্পের তথ্য	৯৮
৪২	ফল, সবজি ও দানাদার ফসলের বালাই ঝুকি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মসূচির তথ্য	১০০
৪৩	লাভজনক পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচির তথ্য	১০১
৪৪	গোপালগঞ্জ জেলার জলাবদ্ধ ও অনাবাদি পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন কর্মসূচির তথ্য	১০৩
৪৫	বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির তথ্য	১০৫
৪৬	কৃষির উন্নয়ন ধারায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ	১০৬
৪৭	চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহ	১০৭
৪৮	পরিশিষ্ট-১ (হর্টিকালচার উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের নাম)	১০৮
৪৯	পরিশিষ্ট-২ (উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের নাম ও অবস্থান)	১১০
৫০	পরিশিষ্ট-৩ (প্রশিক্ষণ উইং এর অধীন বিভাগ ও জেলা অনুযায়ী এটিআইসমূহের অবস্থান)	১১০

এক নজরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণের ব্যাপ্তি অর্ধশতাব্দীর মতো হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুরে (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিক পক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডাইরেক্টরেট অফ এগ্রিকালচার এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএইএম) এবং ডাইরেক্টরেট অফ এগ্রিকালচার রিসার্স এন্ড এডুকেশন (ডিএআরই) সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডাইরেক্টরেট অফ এগ্রিকালচার (এক্সটেনশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট), ডাইরেক্টরেট অফ এগ্রিকালচার (জুট প্রোডাকশন), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সেন্ট্রাল এক্সটেনশন রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সার্ডি) একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত "প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টিএন্ডভি)" পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করেছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। "কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেণির চাষিদেরকে তাদের চাহিদাভিত্তিক ফলপ্রসু ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যাতে তারা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।"

ক. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্যাডার জনবলের তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	০	১	
২	গ্রেড ২	১০	৬	৪	
৩	গ্রেড ৩	৫৯	৩৩	২৬	
৪	গ্রেড ৪	০	০	০	
৫	গ্রেড ৫	৪০৪	৪০২	২	
৬	গ্রেড ৬	১৩৪৪	১২৫০	৯৪	
৭	গ্রেড ৭	০	০	০	
৮	গ্রেড ৮	০	০	০	
৯	গ্রেড ৯	১৩৬৩	৫৯৩	৬২২	
সর্বমোট		৩১৮১	২২৮৪	৭৪৯	

খ. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নন-ক্যাডার জনবলের তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
৫	গ্রেড ৫	৩	৩	০	
৬	গ্রেড ৬	৪৪	১৮	২৬	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	২৯৮	৬০	২৩৮	
১০	গ্রেড ১০	১৫৪৪৯	১২৫০৯	২৯৪০	
১১	গ্রেড ১১	৬	১	৫	
১২	গ্রেড ১২	৬	৬	০	
১৩	গ্রেড ১৩	৩৫০	১৩৬	২১৪	
১৪	গ্রেড ১৪	৮৬২	৫৫৪	৩০৮	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৯৩৯	১৩৫৩	৫৮৬	
১৭	গ্রেড ১৭	৫২১	৩৪৬	১৭৫	
১৯	গ্রেড ১৯	১৭	৮	৯	
২০	গ্রেড ২০	৩৭৫১	২৮৫৮	৮৯৩	
আউটসোর্সিং		৫৬১	৪২০	১৪১	
	সর্বমোট	২৩৮০৮	১৮২৭৩	৫৫৩৫	

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকৌশল

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দেশের সর্ববৃহৎ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যার সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ২৬০৪২ দেশব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষির সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের নিমিত্তে সংস্থার এ বিপুল জনশক্তি ও সম্পদসমূহের ব্যবহারে কৌশলি হওয়া বাঞ্চনীয়। সেই লক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রথম কৌশলগত পরিকল্পনা (১৯৯৯-২০০২) প্রণয়নকরত: তা বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সংস্থাটি ২০০২-২০০৬ সময়কালে পরবর্তী কৌশল পরিকল্পনা (২০০২-২০০৬) এর বাস্তবায়ন করে যা একবিংশ শতাব্দীর নতুন চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলায় সংস্থাটিকে এক নতুন কার্যকরী রুপ প্রদান করতে একটি অত্যন্ত দৃঢ় ও কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

উল্লিখিত কৌশলগত পরিকল্পনাদ্বয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সার্বিক পরিকল্পনা কাঠামোকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নীতিমালাসমূহ যেমন জাতীয় কৃষি নীতি, জাতীয় গ্রামীণ উন্নয়ন নীতি, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়ন (আই-পিআরএসপি) এবং নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইইপি) প্রভৃতির সহায়ক হিসেবে প্রণীত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত আটটি (০৮) উইং এর মাধ্যমে তার ভিশন ও মিশন অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশাসন ও অর্থ উইং

১. প্রশাসন ও অর্থ উইং এর পরিচিতিঃ

এ উইং এর কাজ হচ্ছে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ও নিরীক্ষা নিশ্চিত করা সকল উইং এর বার্ষিক রাজস্ব বাজেট তৈরির কাজ সমন্বয়ের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসহ অত্র অধিদপ্তরের সকল প্রকার রাজস্বের হিসাব ও এর প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করাও এই উইং এর কাজ।এছাড়া ডিএই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সরকারি বিধান মোতাবেক আর্থিক ও প্রশাসনিক জটিলতা ও সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাচ্ছে এ উইং। ডিএই এর ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী জনবল নিয়োগ ও বদলীর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে ডিএই এর জনবলের হালনাগাদ রেকর্ড সংরক্ষণ করে এ উইং।

প্রশাসন ও অর্থ উইং এর প্রধান কার্যক্রম সমূহঃ

- অধিদপ্তরের সকল উইং-এর বার্ষিক রাজস্ব বাজেট তৈরির সমন্বয় সাধন
- অধিদপ্তরের সকল প্রকার রাজস্ব বাজেট ও খরচের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ
- অধিদপ্তরের সকল জনবল নিয়োগ, বদলি ও ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন
- অধিদপ্তরের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হাল-নাগাদ রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ ও জটিলতা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুলে গ্রহণ, বরাদ্দ প্রদান এবং রক্ষণাবেকক্ষণ
- অধিদপ্তরের কর্ম পরিবেশ, ভৌত অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা এবং গতিশীলতা নিশ্চিতকরণ
- অধিদপ্তরের সর্ব প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশাসন ও অর্থ উইং এর অর্জন :

ক. রাজস্ব বাজেট ব্যবস্থাপনা:

২০২২-২৩ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/ প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২২-২৩	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
মোটঃ প্রধান কার্যলয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৩৪৮১২	৩৬১১৯৬	২৮৪৬৬২	৪২০২০২	১৩০০৮৭২	
	প্রকৃত	২০০৩৯৩	২৫৯৫৭০	২৭৯৭৭৬	৩৩২৪৭১	১০৭২২১০	৮২.৪২%
মোটঃ অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৫৩১৫৪	৫৭১৪৩	৬৯০৭৪	৭৪৫৬৯	২৫৩৯৪০	
	প্রকৃত	৫০৫৫০	৫০৭৮০	৬৩৮৭৭	৬৫৩৬৯	২৩০৫৭৬	৯০.৮০%
উপপরিচালকের কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২১৩৭৫৬	২২৪৯১০	২৩৯১২৭	৩৮৭০৭৮	১০৬৪৮৭১	
	প্রকৃত	২২১২৮৬	২২২৭৪৯	২৫৮২৫১	৩১১৫০৯	১০১৩৭৯৫	৯৫.২০%
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	২৬৫৪৫২৬	২৭১৫২৪৮	২৯০৩৭৮২	৪১৫৬৫৯২	১২৪৩০১৪৮	
	প্রকৃত	২৮২৭১৩৬	২৭০৭১৯০	৩২০২৮৭৩	২৬৯৯৬৫৪	১১৪৩৬৮৫৩	৯২.০১%
মেট্রোপলিটন থানা কৃষি কর্মকর্তার কার্যলয়সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৬২১২	৪৮১৩২	৫০১৭২	৭৬৭৯৩	২২১৩০৯	

	প্রকৃত	৪২৯৬১	৪১৮৮৫	৫০৫০৩	৫৫২২১	১৯০৮৭০	৮৬.২৫%
হর্টিকালচার সেন্টারসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১৯৭৮৮৩	২২৪১৬১	২৩২৭২৯	৩৩২৩৫৩	৯৮৭১২৬	
	প্রকৃত	২২০৪০৬	১৮৮৮১০	২২৯০৮২	২৬৯৫২০	৯০৭৮১৮	৯১.৯৭%
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩০৯৫৭	৩৮৫১২	৪০৪৩১	৬৬৪০৯	১৭৬০০৯	
	প্রকৃত	২৮৫৭১	৩৫০৬১	৩৭১৬৩	৮৯৯১৫	১৫০৭১০	
কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালন ব্যয়							
	প্রাক্কলিত ব্যয়	১২৮৫১১	১৩৩৫২৫	১৬২৩৩৫	২১৬১০৪	৬৪০৪৭৫	
	প্রকৃত	১২৩৫৫৯	১২৯৪৮৬	১৬০২২৯	১৮৫৭৩৪	৫৯৯০১৮	৯৩.৫৩%

২০২২-২৩ অর্থবছরে অর্থনৈতিক কোডওয়ারি মোট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

(হাজার টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	আইটেম	প্রাক্কলিত ব্যয়				মোট বাজেট বরাদ্দ/ প্রাক্কলিত ব্যয় ২০২২-২৩	মন্তব্য
		প্রথম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	চতুর্থ কোয়ার্টার		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৫৫৯৮১১	৩৮০২৮২৭	৩৯৮২০১২	৫৭৩০১০০	১৭০৭৪৭৫০	
	প্রকৃত ব্যয়	৩৭১৪৮৭২	৩৬৩৫৫৩১	৪২৮২০৫৪	৩৯৬৯৩৯৩	১৫৬০১৮৫০	**৯১.৩৭%**

খ. উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা:

২০২২-২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিবেদনধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
৩৭	১৮৯০.৩৮০	১৫৯৬.১৯৭ ৮৪.৪৪%	১২ টি

গ. বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল নিয়োগ:

১. ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের বিবরণঃ

বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার	নিয়োগের সাল	নিয়োগের পরিমাণ
৩৭ তম	২০১৯	৪৬
৩৮ তম	২০২১	২২২
৪০ তম	২০২২	২৫০

২. উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নিয়োগের বিবরণঃ

উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	নিয়োগের সাল	নিয়োগের পরিমাণ
১০ম গ্রেড (মুক্তিযোদ্ধা কোটা)	২০১৭	৪০০
১০ম গ্রেড	২০১৮	-
১০ম গ্রেড	২০১৯	১৬৫০
১০ম গ্রেড (পিএসসির মাধ্যমে সুপারিশকৃত)	২০২৩	১৩০২

৩. কর্মচারী (গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০) নিয়োগের বিবরণঃ

জনবল	নিয়োগের সাল	নিয়োগের পরিমাণ
গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০	২০১৯	৭৩২
গ্রেড ১৪- গ্রেড ২০	২০২৩	১৩১১

ঘ. স্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:

১. ২০২২-২৩ অর্থবছরে জমি-জমা উদ্ধার কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যঃ

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা নাম	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থা-সমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৬	৩২	০৫	৫৩	৬১

উল্লেখ্য যে, ০১/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের পূর্বে পুঞ্জিভূত মামলার সংখ্যা ৬৮১টি। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৫৩টি মামলা দায়ের হওয়ায় মোট মামলার সংখ্যা ৭৩৪টি। তন্মধ্যে ৬১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে (সরকার পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ৪৯টি এবং সরকারের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ১২টি)। বর্তমানে চলমান মোট মামলা সংখ্যা ৬৭৩টি।

২. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেদখল জমির পরিমাণ সংক্রান্ত (একরে) তথ্যঃ

ক্রঃ নং	দপ্তর/সংস্তার নাম	মোট জমির পরিমাণ (একরে)	দখলীয় জমির পরিমাণ (একরে)	বেদখলকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	বেহাত/বেদখল হওয়ার কারণ (একরে)	রিপোর্টিং/ প্রতিবেদনাধীন মাসে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ঢাকা অঞ্চল	১০৩.২৯৯১	৮৪.০০১৫	১৯.২৯৭৬	১. ভূমি আত্মসাৎকারী। ২. পূর্বের মালিকদের ওয়ারিশগণ বিভিন্ন কৌশলে দখলের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ৩. সীমানা প্রাচীর না থাকায়। ৪. ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মাণ করায়।	০	বেদখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য এসি (ল্যান্ড) অফিস, ইউএনও অফিস, ডিসি অফিসসহ বিজ্ঞ আদালতে ডিএই হতে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	১। ডিএই'র বেদখলীয় জমি উদ্ধারের জন্য বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন আছে। ২। ডিএইর যে সকল বেদখলীয় জমি সরকার টু সরকার , ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব হয়, সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
২	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৩.৮৩	৪৩.৭৩৫	১০.০৯৫				
৩	রাজশাহী অঞ্চল	১৫৬.৩৪৮৮	১৪০.৫৫৫৮	১৫.৭৯৩				
৪	বগুড়া অঞ্চল	১৬৯.১৯৪৫	১৫৮.৪৭১৪	১০.৭২৩১				
৫	রংপুর অঞ্চল	২৭৮.৭০৭৫	২৫১.৫	২৭.২০৭৫				
৬	দিনাজপুর অঞ্চল	৬০.৬৭	৫১.৭২	৮.৯৫				
৭	খুলনা অঞ্চর	১২৭.৩০৭	১১২.৫৪৬৯	১৪.৭৬০১				
৮	যশোর অঞ্চল	৭১.৪৩৯৭	৬২.৮২৯৭	৮.৬১				
৯	বরিশাল অঞ্চল	১৭৭.৪১	১৫০.৩১৭	২৭.০৯৩				
১০	ফরিদপুর অঞ্চল	১৪৩.৩১৪৯	১৪৩.৩১৪৯	০				
১১	সিলেট অঞ্চল	১১৫.১৬১৬	৯৩.৬৪৩৬	২১.৫১৮				
১২	ময়মনসিংহ অঞ্চল	২৩৪.২০৮৯	২০০.০১৮৯	৩৪.১৯				

১৩	কুমিল্লা অঞ্চল	৪৬.২৬৯২	৪২.২৩২৩	৪.০৩৬৯				
১৪	রাঙ্গামাটি অঞ্চল	৩৪৪.৮৮৭	৩২৯.৬৯৭	১৫.১৯				
সর্বমোট=		২০৮২.০৪৮২	১৮৬৪.৫৮৪০	২১৭.৪৬৪২	তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে।			

৩. ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণের তথ্যঃ

ক্র:নং	কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/অফিসের নাম	দপ্তর/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ (একরে)	মোট প্রয়োজনীয় বাউন্ডারি দেয়ালের পরিমাণ (একরে)	বর্তমান বাউন্ডারি দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় বাউন্ডারি দেয়ালের পরিমাণ (একরে)	প্রতিবেদনাধীন মাসে নির্মিত বাউন্ডারি দেয়ালের পরিমাণ (ব.ফুট)	অবশিষ্ট বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণে গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ঢাকা অঞ্চল	১০৩.২৯৯১	৯৭৫৬৮৮	৬১৫৪৩	৯১৪১৪৫	০	ডিএই'র নিষ্কণ্ঠক জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের বিষয়ে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা বিলম্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের হতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।	১। ডিএইর যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে সে সব জমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
২	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৩.৮৩	৪৪২৮১২	৩৫৪০৯	৪০৭৪০৩			
৩	রাজশাহী অঞ্চল	১৫৬.৩৪৮৮	৫৭২৬৯৭	১৪১৩৯	৪৩০৫৫৮			
৪	বগুড়া অঞ্চল	১৬৯.১৯৪৫	৭৬২২২৪	১৭২৩০৯	৫৮৯৯১৫			
৫	রংপুর অঞ্চল	২৭৮.৭০৭৫	৮৭২৯০৮	২৮২৪৫	৮৪৪৬৬৩			
৬	দিনাজপুর অঞ্চল	৬০.৬৭	২০৫৮৩৪	১৩৮১১০	৬৭৭২৪			
৭	খুলনা অঞ্চর	১২৭.৩০৭	১১১৯৭৭১	৭১৮৩৭	১০৪৭৯৩৪			
৮	যশোর অঞ্চল	৭১.৪৩৯৭	৪৮৩৬২৩	১৩৩০২	৪৭০৩২১			
৯	বরিশাল অঞ্চল	১৭৭.৪১	২৮৫৪২	২৪২৬৮	৪২৭৪			
১০	ফরিদপুর অঞ্চল	১৪৩.৩১৪৯	৫৫৬২৯	১২৭৪২	৪২৮৮৭			
১১	সিলেট অঞ্চল	১১৫.১৬১৬	৯৫৫৬৭৮	২৮২৬১	৯২৭৪১৭			
১২	ময়মনসিংহ অঞ্চল	২৩৪.২০৮৯	১৫১১৫৪১	৪১০৪১৬	১১০১১২৫			
১৩	কুমিল্লা অঞ্চল	৪৬.২৬৯২	২৫৮৭৬০	৬৪৬	২৫২৩১৪			
১৪	রাঙ্গামাটি অঞ্চল	৩৪৪.৮৮৭	১১১৬৯৬৮৯	৬৫৬৫	১১১৬৩১২৪			
সর্বমোট=		২০৮২.০৪৮২	১৯৪১৫৩৯৬	১১৫১৫৯২	১৮২৬৩৮০৪	তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে।		

৪. ২০২২-২৩ অর্থবছরে জমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র:নং	কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/অফিসের নাম	দপ্তর/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের অবশিষ্ট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রতিবেদনাধীন মাসে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের অবশিষ্ট জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঢাকা অঞ্চল	১০৩.২৯৯১	৩১.৮৪০০	৭১.৪৫৯১	০ বছরে	ডিএইর নিষ্কণ্ঠক জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে এসি (ল্যান্ড) অফিসে	তাছাড়া যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন
২	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৩.৮৩	৪১.৭৩০০	১২.১০০০			
৩	রাজশাহী অঞ্চল	১৫৬.৩৪৮৮	১৩২.৭১	২৩.৬৩৮৮			
৪	বগুড়া অঞ্চল	১৬৯.১৯৪৫	৪৫.২৫১৬	১২৩.৯৪২৯			
৫	রংপুর অঞ্চল	২৭৮.৭০৭৫	১০০.৩৪০০	১৭৮.৩৬৭৫			
৬	দিনাজপুর অঞ্চল	৬০.৬৭	৪৯.০৭০০	১১.৬০০০			

৭	খুলনা অঞ্চর	১২৭.৩০৭	১১১.৪৬২৮	১৫.৮৪৪২		নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে কত টাকা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হয়েছে তা পরবর্তী অর্থ বছরের শুরুতে জানানো হবে।	রয়েছে সে সব জমির ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা সম্ভব না।
৮	যশোর অঞ্চল	৭১.৪৩৯৭	৫৩.০১৫২	১৮.৪২৪৫			
৯	বরিশাল অঞ্চল	১৭৭.৪১	১৪৪.১৮০০	৩৩.২৩০০			
১০	ফরিদপুর অঞ্চল	১৪৩.৩১৪৯	০	১৪৩.৩১৪৯			
১১	সিলেট অঞ্চল	১১৫.১৬১৬	৭৮.৬৯৫৬	৩৬.৪৬৬০			
১২	ময়মনসিংহ অঞ্চল	২৩৪.২০৮৯	১২৩.৭৩০০	১১০.৪৭৮৯			
১৩	কুমিল্লা অঞ্চল	৪৬.২৬৯২	২৭.৫৭৮৬	১৮.৬৯০৬			
১৪	রাঙ্গামাটি অঞ্চল	৩৪৪.৮৮৭	০	৩৪.৮৮৭০			
সর্বমোট=		২০৮২.০৪৮২	৯৩৯.৬০৩৮	১১৪২.৪৪৪৪	তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে।		

৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে জমির নামজারি সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র:নং	কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়/অফিসের নাম	দপ্তর/সংস্থার মোট জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধকৃত জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের অবশিষ্ট জমির পরিমাণ (একরে)	প্রতিবেদনাধীন মাসে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের অবশিষ্ট জমির পরিমাণ (একরে)	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ঢাকা অঞ্চল	১০৩.২৯৯১	১৮.৭৭৫০	৮৪.৫২৪১	০	ডিএইর নিষ্কণ্ঠক জমির নামজারির জন্য সরকার টু সরকার, সরকার টু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং এসি (ল্যান্ড) অফিসে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।	তাছাড়া যে সকল জমির বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে সে সব জমির নামজারি করা সম্ভব হচ্ছে না।
২	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৫৩.৮৩	৪১.৯২০০	১১.৯১০০			
৩	রাজশাহী অঞ্চল	১৫৬.৩৪৮৮	১২৮.৫৯৫৮	২৭.৭৫৩			
৪	বগুড়া অঞ্চল	১৬৯.১৯৪৫	১১১.৬২৫৬	৫৭.৫৬৮৯			
৫	রংপুর অঞ্চল	২৭৮.৭০৭৫	১৩৪.২৯০০	১৪৪.৪১৭৫			
৬	দিনাজপুর অঞ্চল	৬০.৬৭	০	৬০.৬৭০০			
৭	খুলনা অঞ্চর	১২৭.৩০৭	৬.৩১৫০	১২০.৯৯২			
৮	যশোর অঞ্চল	৭১.৪৩৯৭	৫৫.৬১৯৭	১৫.৮২০০			
৯	বরিশাল অঞ্চল	১৭৭.৪১	০	১৭৭.৪১০০			
১০	ফরিদপুর অঞ্চল	১৪৩.৩১৪৯	০	১৪৩.৩১৪৯			
১১	সিলেট অঞ্চল	১১৫.১৬১৬	৩০.১৭২০	৮৪.৯৮৯৬			
১২	ময়মনসিংহ অঞ্চল	২৩৪.২০৮৯	১৩৯.৪৫৭৪	৯৪.৭৫১৫			
১৩	কুমিল্লা অঞ্চল	৪৬.২৬৯২	১.৭৪০০	৪৪.৫২৯২			
১৪	রাঙ্গামাটি অঞ্চল	৩৪৪.৮৮৭	০	৩৪৪.৮৮৭০			
সর্বমোট=		২০৮২.০৪৮২	৬৬৮.৫১০৫	৬৬৮.৫১৫	তথ্য যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে পরিমাণ কম-বেশী হতে পারে।		

৬. অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা:

১. সদর দপ্তর থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যমান যানবাহনের বিবরণ

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	গাড়ির সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ডিএই সদর দপ্তর	৮৯	
২.	প্রকল্প সমূহ	৩৯	
৩.	আঞ্চলিক অফিস	১৪	
৪.	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট	২১	
৫.	জেলা অফিস	৭১	
৬.	হর্টিকালচার সেন্টার	৫২	
৭.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র	৯	
৮.	উপজেলা অফিস	২৫৬	
	সর্বমোট=	৫৫১	

২. বছরওয়ারি যানবাহন টিও এন্ড ই ভুক্তকরণের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	অর্থবছর	টিও এন্ড ই ভূক্ত গাড়ির সংখ্যা	প্রাপ্তির উৎস	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	এনাম কমিটি	১৬৭	বিবিধ	সচল/অচল	-
২	২০১৮-১৯	১৫০	উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ক. উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণের জন্য প্রযুক্তি হস্থান্তর প্রকল্প খ. শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প গ. পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প	সচল	-
৩	২০২২-২৩	১০৭	উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ ৩য় পর্যায়ে প্রকল্প	সচল	-

প্রশাসন উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

ডিএইর সদর দপ্তরের ১০-১৬ তম গ্রেডের গণকর্মচারীদের 'আনুতোষিক ও মাসিক পেনশন নির্ণয়' বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন প্রশাসন ও অর্থ উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয়

বিভিন্ন সময়ে প্রশাসন ও অর্থ উইং পরিচালক মহোদয় কর্তৃক প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন।

হর্টিকালচার উইং

২. হর্টিকালচার উইং পরিচিতি:

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফলদ, ভেষজ, সবজি, মসলা, শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ ও অন্যান্য উদ্যান ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্যান ফসল অর্থনীতি ও পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি পুষ্টির দিক হতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭০ ধরণের ফল, ৯০ ধরণের শাকসবজি, ৩০ ধরণের মসলা জাতীয় ফসল ও বিভিন্ন রকমের ফুল, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের প্রায় ১৬ কোটি ৭ লাখ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি সমস্যা সমাধান, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ, পরিবেশবান্ধব কৃষি, উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন, রপ্তানিমুখী কৃষি পণ্য উৎপাদনে কৃষক ও উদ্যোক্তাদের চাহিদা মাফিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকাস্থ খামারবাড়ি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের মধ্য বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলায় এর দপ্তর। একজন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে এ উইং পরিচালিত হচ্ছে। সদর দপ্তরে একজন অতিরিক্ত পরিচালক, দুই জন উপপরিচালক, দুই জন অতিরিক্ত উপ-পরিচালক, একজন উদ্যান উন্নয়ন কর্মকর্তা, একজন সহকারী প্রধান এবং একজন সহকারী উদ্যানতত্ত্ববিদ কারিগরী ও দাপ্তরিক কাজে পরিচালককে সহায়তা প্রদান করছেন। উদ্যান ফসলের মানসম্পন্ন উন্নত জাতের চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরণ, মাতৃবাগান সৃজন, জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, জাতীয় পর্যায়ে মেলা বাস্তবায়ন, উদ্যান ফসল বিষয়ক প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সুলভ মূল্যে সকলের নিকট চারা কলম বিতরণ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৭৫ টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে হর্টিকালচার উইং এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসকল হর্টিকালচার সেন্টারের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য ২৯ টি হর্টিকালচার সেন্টারকে ক্যাটাগরী-১ এ অন্তর্ভুক্ত করে ২৯ জন উপপরিচালক, ২৬টি হর্টিকালচার সেন্টারকে ক্যাটাগরী-২ এ অন্তর্ভুক্ত করে ২৬ জন উদ্যানতত্ত্ববিদ ও ২০ টি হর্টিকালচার সেন্টারকে ক্যাটাগরী-৩ এ অন্তর্ভুক্ত করে ২০ জন নার্সারী তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ উইং এর মাধ্যমে দেশে মাশরুম চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও মাশরুমের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন উপপরিচালকের তত্ত্বাবধানে সাভারে একটি আধুনিক গবেষণাগারসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে।

হর্টিকালচার উইংয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

- উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তির তথ্যানুসন্ধান ও উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ
- দেশি ও বিদেশি উদ্যান ফসলের মানসম্মত জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও উপযোগিতা যাচাই, সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- হর্টিকালচার সেন্টারসমূহে উন্নত ও মানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন বিষয়ক তদারকি
- হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা, গৃহীত কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন এবং সেন্টারসমূহ হতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেন্টারের সকল প্রকার আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তদারকি
- হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের মানবসম্পদ, অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উইং-এর পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
- সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়
- উদ্যান ফলস উৎপাদনে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও গবেষণাভিত্তিক সমাধানের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ
- সদর দপ্তর ও হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ
- বেসরকারি নার্সারি/মাশরুম উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সমন্বয় ও তাদেরকে সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

হর্টিকালচার উইংয়ের অর্জনঃ

১. বছরওয়ারি চারা কলম উৎপাদন:

অর্থবছর	উৎপাদনের পরিমাণ চারা/কলম (সংখ্যা)
২০২০-২১	৭৭০৯১৮৩
২০২১-২২	৮০০০৮৪৯

২০২২-২৩	৭৯১২৮৮২

২. বছরওয়ারি মাশরুম উৎপাদনঃ

অর্থবছর	মাশরুম বীজ		তাজা মাশরুম	
	লক্ষ্যমাত্রা (প্যাকেট)	উৎপাদনের পরিমাণ (প্যাকেট)	লক্ষ্যমাত্রা (কেজি)	উৎপাদনের পরিমাণ (কেজি)
২০২০-২১	৪০০৭০	৩৪৫২৫	৮২	৯৯
২০২১-২২	৪২০৭৫	৩৩৪৩২	৮৬	১৯৯
২০২২-২৩	৪২১৩৩	৪২৫৮০	১০৩	১৪৫

৩. বছরওয়ারি রাজস্ব আদায়ঃ

অর্থবছর	রাজস্ব আদায় (টাকা)
২০২০-২১	৬১১১৫০৯২
২০২১-২২	৬০১৮৩৩৪৭
২০২২-২৩	৫৬২৫৭১৯৭

৪. বছরওয়ারি ফল উৎপাদনঃ

ক্রমিক নং	ফলের নাম	২০২০-২১ অর্থবছর		২০২১-২২ অর্থবছর		২০২২-২৩ অর্থবছর	
		জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)
১	আম	১৯৮৫৭৮	২৫০০৫৭০	২০২৯৬৮	২৩৫০৪৯৯	২০৪৭৩৭	২৭০৭৪৫৯
২	কাঁঠাল	৬৫৩৬৪	১৮৪৮৯৯০	৬২২৭৩	১৮৯৩৩০৩	৫৮৬৭০	১৮২৪০০০
৩	লিচু	৩১২৬১	২১০৩২২	৩০৫৬৫	২২৫৮৯৮	৩২০৯৬	২৩০৭৮০
৪	কলা	৯১৪৬৭	২০৫৯৮৬৬	৮৮৯৩৮	২৯৭৮৭২৩	৯৪৭১৮	২৫৩৭৪০৮
৫	পেঁপে	২৭৪৭৩	৬৭৯৯২২	২৭৯৪৪	৭১৩৯৪৪	২৮৫৬৯	৭২১২৯০
৬	পেয়ারা	৩২৫৬৯	৪৩০৯০৪	৩১৩৪৫	৪৩০১২৪	৩০৩৩৭	৪৯৭৩৭১
৭	কুল	১৬৫২১	২১১৮৪১	১৫৮৯৫	১৭৭০০১	১৫৪৬৬	১৭৫৯১৩
৮	নারিকেল	৪২২৩২	৫১৯৪৫৮	৩৮২২১	৫১০৩৬০	৪৬৮৯৯	৫৬৭৩৫২
৯	জাম	৪৮২৯	৫০৮৮৪	৫৬৮২	৫১৩২৬	৫৪৬১	৪৬৬৬৫
১০	আনারস	২৬২০২	৪৬৯৫৩৬	১৮৬৫৪	৫৩৬৯০৫	২০০২৮	৫৮০৯৭৭

৫. বছরওয়ারি ফুল উৎপাদনঃ

ক্রমিক নং	ফুলের নাম	২০২০-২১ অর্থবছর		২০২১-২২ অর্থবছর		২০২২-২৩ অর্থবছর	
		জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন সংখ্যা	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন সংখ্যা	জমির পরিমাণ (হেক্টর)	উৎপাদন সংখ্যা
১	গোলাপ	৫৬০.৭০	৫৫৫৫৫৩০৭৪	৭৫৬.৭৯	৪২৯৩৫২১০৪	৭০৯.২২	৩৭৫৯৩৫৬০০
২	গাঁদা	৬৭১.৮৮	১২৮৩৫৭৪৯২৩	৫২৭.৮৭	১৮৫৭৪৩৬৫০	৫২২.১৯	২০১৭৯৫৫০০
৩	রজনীগন্ধা	২৮৪.০৫	৩৯৮.২৩	৩২১.৬৬	১৬০০৪৬৬৫০	২৯৪.৯১	১৩৬৪৯৯৬৩৬
৪	বাগানবিলাস	২৪.০৯	৪৭৯৭৪৭৮	৩০.৭০	২১১০৫০০০	২০.৪১	২৫৭৪৮১৭
৫	বেলী	৫.২০	৫৮৫৯৬৩০	২.২৩	২১৭৩২৫	০.২৩	১৭৩২৩
৬	জবা	১১.৪৮	১১৯৩৭৫০	১.১১	৫০৯১৫৮	২.১৫	১৫৩৭৫০
৭	চন্দ্রমল্লিকা	৪২.৫৭	৩৬৮৭৭৫৩৮	৪২.৩৮	১৪৭০৫২৫০	৩২.৬৩	৯৪৯৭৭৫০
৮	ডালিয়া	২৬.৭৪	২০৮৪৭৭	২৬.১৫	১০৫০৯৫৫	২৩.৮৩	২৮৪৬৭০৫
৯	কসমস	১৬.৬৫	৫৬৩৪১৪১	২২.৩৭	৫২০৯২১৫	১৩.৩৯	৫৫৯৫৩৩৭
১০	অর্কিড	৮.২৫	২৫৫১৩০	১২.২৫	১৪৬৫০০০	১২.৩৫	১৪৬৬২৫০

হর্টিকালচার উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়

হর্টিকালচার সেন্টারের বাগান পরিদর্শন করছেন উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয়

প্রশিক্ষণ উইং

৩. প্রশিক্ষণ উইং এর পরিচিতিঃ

প্রশিক্ষণ উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইং। একজন পরিচালক এ উইং এর দায়িত্বে আছেন। ডিএইর কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ উইং এর দায়িত্ব। তাছাড়া এ উইং ডিএইর বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে থাকে এবং তা ১৮ টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে। বর্তমানে ১৮ টি এটিআইতে ৪ বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

এটিএইসমূহের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রঃ নঃ	এটিআই এর নাম	একাডেমিক বিল্ডিং	ছাত্র হোস্টেল	ছাত্রী হোস্টেল	অন্যান্য				জমির পরিমাণ (হে.)
					কর্মকর্তাদের আবাসন	অতিথি ভবন	কর্মচারীদের আবাসন	কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	
১	এটিআই, ঢাকা।	১	১	১	৬	০	৫	০	৩.১২
২	এটিআই, গাজীপুর।	২	১	১	১	০	১	০	১১.৮৫
৩	এটিআই, ফরিদপুর।	১	১	১	০	১	০	০	৩৪.০৪
৪	এটিআই, শেরপুর।	১	১	১	৩	১	৪	০	১৬.৯৭
৫	এটিআই,নারায়ণগঞ্জ।	১	১	১	১	০	১	১	৩.৭২
৬	এটিআই, বরিশাল।	১	১	১	২	০	১০	০	৮.৪৪
৭	এটিআই, কুমিল্লা।	১	১	১	১	০	১	১	৫.২৬
৮	এটিআই, নোয়াখালী।	১	১	১	২	০	১	০	২০.৬৪
৯	এটিআই, চট্টগ্রাম।	১	১	১	২	১	৪	০	১৪.৫২
১০	এটিআই, রাঙ্গামাটি।	১	১	১	২	০	২	০	১০
১১	এটিআই, সিলেট।	২	১	১	৮	২	৮	০	১৮.২১
১২	এটিআই, রংপুর।	১	১	১	৭	১	৭	০	১৪.০৩
১৩	এটিআই, গাইবান্ধা।	২	১	১	২	১	১	০	৩৪.৯৩
১৪	এটিআই, পাবনা।	২	১	১	২	১	৪	০	১৩.৬৭
১৫	এটিআই, ঝিনাইদাহ।	১	১	১	১	০	১	১	৮.৬৫
১৬	এটিআই, খুলনা।	১	২	১	১৩	১	২৭	০	৪৮.৪৩
১৭	এটিআই,সাটুরিয়া।	১	১	১	১	১	১	১	২.৯
১৮	এটিআই, বাঞ্ছারামপুর।	১	১	১	১	১	১	১	৩.২৪
	মোট	২২	১৯	১৮	৫৫	১১	৭৯	৫	-

প্রশিক্ষণ উইং এর প্রধান প্রধান কার্যাবলি সমূহঃ

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপজেলা/জেলায় অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়, তথ্য সংরক্ষণ
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন, পরিমার্জন
- অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের মাস্টার প্লান তৈরি
- সকল প্রকার প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত ও উন্নয়ন
- সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিউটের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও উন্নয়ন কার্যক্রমের তদারকি এবং মনিটরিং
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহিত কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স কারিকুলাম অনুযায়ী সেমিস্টার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ভূমিকা গ্রহণ
- কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও সমপর্যায়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয়
- চাহিদাভিত্তিক ও সময়োপযোগী কৃষক বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, প্রচার ও প্রকাশনার ব্যবস্থা
- দেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ উইং এর অর্জন

বছরওয়ারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর বিবরণ

১. কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কর্মকর্তার সংখ্যা
১	২০২০-২১	৮৭২
২	২০২১-২২	৪৪৯১
৩	২০২২-২৩	৩৭০৫

২. এসএএও প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	এসএএও সংখ্যা
১	২০২০-২১	৩৮০৮
২	২০২১-২২	১৯৪৮০
৩	২০২২-২৩	১১০৩৪

৩. কর্মচারী প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কর্মচারীর সংখ্যা
১	২০২০-২১	৪৬৯
২	২০২১-২২	১৯৩৩
৩	২০২২-২৩	১৮৬৯

৪. কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণ:

ক্রমিক নং	অর্থবছর	কৃষকের সংখ্যা	কৃষাণীর সংখ্যা
১	২০২০-২১	৩৯৮৬০	১৯৩৪১
২	২০২১-২২	১৯৫৪৪৫	৬৭১৯৯
৩	২০২২-২৩	১০৫৮০৯	৪৩৬২৯

৫. কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা
(পর্বওয়ারি পাশকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা)

ক্র. নং	এটিআই এর নাম	পর্ব												মোট
		২য়			৪র্থ			৬ষ্ঠ			৮ম			
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	
১	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা	১১৮	৩০	১৪৮	১০২	৩৮	১৪০	১২৮	৪৮	১৭৬	১০০	৩৭	১৩৭	**৬০১**
২	শিমুলতলী, গাজীপুর	১২৭	৬১	১৮৮	১০২	৬৩	১৬৫	৭৯	৪৪	১২৩	৭৬	৪৬	১২২	**৫৯৮**
৩	গৃধানারায়নপুর, শেরপুর	১৬৮	৩৪	২০২	১৩০	৩৩	১৬৩	১২৪	৩৭	১৬১	১১৫	৩১	১৪৬	**৬৭২**
৪	বাংলাবাজার, গাইবান্ধা	১৮২	৪১	২২৩	১৩৫	৩১	১৬৬	১২৪	২৯	১৫৩	৯৫	১৭	১১২	**৬৫৪**
৫	তাজহাট, রংপুর	১৬৯	৫৭	২২৬	১৫৬	৪৩	১৯৯	১৪৯	৫৫	২০৪	১২২	২৬	১৪৮	**৭৭৭**
৬	ঈশ্বরদী, পাবনা	১৬০	৪৯	২০৯	১৬৪	৩১	১৯৫	১৬০	৪৮	২০৮	১৪১	৩২	১৭৩	**৭৮৫**
৭	দৌলতপুর, খুলনা	১২৭	৩৪	১৬১	১২৮	৪৪	১৭২	১০৫	২৮	১৩৩	১০১	৩৭	১৩৮	**৬০৪**
৮	রহমতপুর, বরিশাল	১১৬	৪৩	১৫৯	৮৮	২৫	১১৩	৭৭	৩৯	১১৬	৭৯	৩৩	১১২	**৫০০**
৯	গঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর	১৬৭	৪৫	২১২	১০৬	৩৩	১৩৯	৯৮	৩৮	১৩৬	৬৫	২৩	৮৮	**৫৭৫**
১০	বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী	১২৫	৯৯	২২৪	১৩৭	৭৮	২১৫	১১৮	৮২	২০০	১১৪	৬৬	১৮০	**৮১৯**
১১	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	১৭৫	৪৯	২২৪	১৬৭	৫২	২১৯	১৪৩	৪২	১৮৫	১৬১	৩৯	২০০	**৮২৮**
১২	খাদিমনগর, সিলেট	১৫৪	৯১	২৪৫	১৩১	৭৩	২০৪	১৩৮	৫৩	১৯১	১২৯	৩৯	১৬৮	**৮০৮**
১৩	রাঙ্গামাটি	৬৭	১৯	৮৬	৬৩	৭	৭০	৪৮	১৭	৬৫	৩৯	৯	৪৮	**২৬৯**
১৪	ঝিনাইদহ	১৩২	৩৫	১৬৭	৮৮	২১	১০৯	৬১	১৬	৭৭	৫৯	১৪	৭৩	**৪২৬**
১৫	হোমনা, কুমিল্লা	৯৫	৫৮	১৫৩	৮০	৫৩	১৩৩	৭১	৩৯	১১০	৭০	২৯	৯৯	**৪৯৫**
১৬	আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ	৯৩	৩৪	১২৭	৭৭	২৯	১০৬	৬৩	৩০	৯৩	৫৪	৩৫	৮৯	**৪১৫**
১৭	বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১০৪	১৬	১২০	৬৬	২৮	৯৪	৭০	২০	৯০	৪৬	২৮	৭৪	**৩৭৮**
১৮	সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ	১৩৭	২৮	১৬৫	৭০	২১	৯১	৯১	২০	১১১	৪৮	১০	৫৮	**৪২৫**
মোট		**২৪১৬**	**৮২৩**	**৩২৩৯**	**১৯৯০**	**৭০৩**	**২৬৯৩**	**১৮৪৭**	**৬৮৫**	**২৫৩২**	**১৬১৪**	**৫৫১**	**২১৬৫**	**১০৬২৯**

প্রশিক্ষণ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

মানিকগঞ্জ এটিআইয়ের ফলকের শুভ উদ্বোধন শেষে পরীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন প্রশিক্ষণ উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয়

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষণ উইং এর সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয় এবং উপপরিচালক মহোদয়

এসিআর সংক্রান্ত বিধিবিধান ও অনুশাসনমালা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন প্রশিক্ষণ উইং এর সম্মানিত উপপরিচালক মহোদয়

ক্রপস উইং

৪. ক্রপস উইং পরিচিতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুর্নগঠিত হওয়ার মাধ্যমে ২০১৪ সালে অর্থকরী ফসল উইং এর নাম পরিবর্তন হয়ে ক্রপস্ উইং এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে গ্রেড-২ ভুক্ত একজন পরিচালকের নেতৃত্বে এই উইং পরিচালিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ মাঠ ফসলই বর্তমানে ক্রপস উইং এর অন্তর্ভুক্ত এবং উইংটি দানাদার, ডাল ও তেল জাতীয়, ইক্ষু ও অন্যান্য এবং পাট ফসল এই চারটি সেকশনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বটম আপ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ফসলের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক প্রতি বৎসর রবি ও খরিফ (খরিফ-১ এবং খরিফ-২) মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের আবাদি জমি ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। খসড়া লক্ষ্যমাত্রা জাতীয় ভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে। পরবর্তীতে ক্রপস উইং থেকে অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রার বিভাজন জেলা ও উপজেলায় প্রেরণ করা হয়। জেলা ও উপজেলা অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে ফসল উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

ক্রপস উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- সকল মাঠ ফসলের আবাদ, উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন তদারকি ও পরিবীক্ষণ
- ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি বিস্তারে ভূমিকা পালন
- কৃষক পর্যায়ে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তিসমূহের গ্রহণমাত্রা মূল্যায়ন ও ব্যবহারের হার নিরূপণ
- কৃষি ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিনির্ধারণী প্রস্তাব প্রণয়নে ভূমিকা পালন
- অর্থকরী ফসল ও আদানাদার খাদ্য শস্য যেমন-ডাল, তেল ইত্যাদি আধুনিক চাষাবাদে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ
- অর্থকারী ফসল উৎপাদনে মাঠ পর্যায়ের সমস্যা নিরূপণ, প্রাপ্ত সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ এবং প্রাপ্ত সমাধানসমূহ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ
- ফসল উৎপাদনের সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বলিত সম্প্রসারণ বার্তা প্রণয়ন এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

ক্রপস উইং এর অর্জনঃ

বছরওয়ারি ২৮ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রম. নং	ফসলের নাম	অর্জিত ২০২০-২০২১		অর্জিত ২০২১-২০২২		অর্জিত ২০২২-২০২৩	
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	আবাদি জমি (লক্ষহে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
	দানা ফসল						
১(ক)	**আউশ ধান (চালে)**	১৩.১২৪	৩৭.১৩৭	১১.৬৩১	৩২.৪৪৯	১০.৬৭৩	৩০.০১০
১ (খ)	**আমন ধান (চালে)**	৫৭.৭৮৯	১৫৬.৬৬৯	৫৮.৬৭২	১৬১.৮৬৭	৫৮.৭২১	১৬৯.৪১৭
১ (গ)	**বোরো ধান (চালে)**	৪৮.৭২৬	২০৮.৮৫৩	৪৯.৫১৬	২০৯.৭৬৮	৪৯.৯৯৯	২১৮.৫১৯
	মোট ধান (চালে)	১১৯.৬৩৯	৪০২.৬৫৮	১১৯.৮২০	৪০৪.০৮৪	১১৯.৩৯২	৪১৭.৯৪৫
২	**গম**	৩.৪০০	১২.৩৪৪	৩.১৯৮	১১.৬৭৩	৩.১৮৭	১২.০৫৯
৩	**ভুট্টা**	৫.৫৯৫	৫৬.২৭০	৫.৫১৭	৫৬.৩৪০	৬.০৫৭	৬৪.২২১
	মোট দানা ফসল	১২৮.৬৩৪	৪৭১.২৭২	১২৮.৫৩৫	৪৭২.০৯৭	১২৮.৬৩৭	৪৯৪.২২৫
	কন্দাল ফসল						
৪	**আলু**	৪.৮৬৫	১১৫.৯৯০	৪.৭৬৯	১১০.৫৮৩	৪.৫৫৪	১১১.৯১৫
৫	মিষ্টি আলু	০.৩৫০	৬.৯৫৬	০.৩৩০	৬.২৬৬	০.৩২৯	৬.৫৩৪
	মোট কন্দাল ফসল	৫.২১৫	১২২.৯৪৬	৫.০৯৯	১১৬.৮৪৯	৪.৮৮৩	১১৮.৪৪৯
	আঁশ ফসল						
৬	**পাট (উৎপাদন বেল)**	৬.৮২২	৭৭.২৫১	৭.৪৪৬	৮২.৭৬৯	৭.২৯৯	৮৪.৫৭৭

ক্রম. নং	ফসলের নাম	অর্জিত ২০২০-২০২১		অর্জিত ২০২১-২০২২		অর্জিত ২০২২-২০২৩	
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	আবাদি জমি (লক্ষহে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)
শাকসবজি							
৭	ক) শীত.শাকসবজি	৬.০০৩	১৩৭.৬২৯	৬.১১৮	১৪০.৬৫৬	৬.২৩৮	১৪২.৩৫৬
	খ) গ্রীষ্ম.শাকসবজি	৩.৩৫৫	৫৯.৫৫৯	৪.২২৩	৭৬.০৪৭	৪.৮৬৬	৮৩.০৫২
শাক-সবজি		**৯.৩৫৮**	**১৯৭.১৮৮**	**১০.৩৪২**	**২১৬.৭০৩**	**১১.১০৪**	**২২৫.৪০৮**
তৈল ফসল							
৮	**সরিষা**	৫.৮৯৫	৭.৮৭১	৬.১০৬	৮.২৪৩	৮.১২৮	১১.৬৩১
৯	**মোট চীনাবাদাম**	**০.৮৮৪**	**১.৫০৩**	**০.৯৫০**	**১.৭০২**	**০.৯৫১**	**১.৮২৭**
১০	**তিসি**	০.০২০	০.০২০	০.০১২	০.০১২	০.০১২	০.০১৩
১১	**মোট তিল**	**০.৭২০**	**০.৮৪৬**	**০.৬৫১**	**০.৭৬৩**	**০.৬০৩**	**০.৭৬২**
১২	**সয়াবিন**	**০.৭৮৭**	**১.৩৫২**	**০.৭৯৯**	**১.৪৩৯**	**০.৮৬০**	**১.৫৪২**
১৩	**সূর্যমুখী**	**০.১৫৪**	**০.২৫৭**	০.০৯২	**০.১৫৯**	০.১৪৭	০.২৭৮
	মোট তৈল ফসল	**৮.৪৬১**	**১১.৮৪৯**	**৮.৬০৯**	**১২.৩১৮**	**১০.৭০১**	**১৬.০৫৪**
ডাল ফসল							
১৪	**মসুর**	**১.৮২৯**	**২.৫৮৫**	**১.৫২৬**	২.০৭৬	**১.৩০৩**	**১.৮৫১**
১৫	**ছোলা**	**০.০৩৯**	**০.০৫৭**	০.০৩৭	০.০৪৯	০.০২২	০.০২৯
১৬	**মুগ**	**২.৬২৫**	**২.৫২২**	**২.৩২২**	**২.৮৩৪**	**২.২৩৯**	**২.৭৭৯**
১৭	**মাসকলাই**	**০.৪৫৪**	**০.৫০৩**	**০.৫৮৪**	**০.৭০৬**	**০.৮৬৭**	**১.০৫২**
১৮	খেসারী	**২.৪৪৪**	**২.৯৭০**	**২.২১৩**	**২.৬৩৩**	**২.০৩৯**	**২.৫০৬**
১৯	**মটর**	**০.১১৭**	**০.১৫৭**	০.০৯২	**০.১২৫**	০.০৯৮	০.১৩২
২০	**অড়হড়**	**০.০০৫**	**০.০০৫**	০.০০৩	০.০০৩	০.০০৩	০.০০৪
২১	**ফেলন**	**০.৪০৩**	**০.৫১৪**	০.৩৫০	০.৩৫৭	০.৩৪২	০.৪৩৩
মোট ডাল ফসল		**৭.৯১৭**	**৯.৩১২**	**৭.১২৭**	**৮.৭৮৩**	**৬.৯১২**	**৮.৭৮৬**
মসলা ফসল							
২২	পেঁয়াজ	**২.৫৩৪**	**৩৩.৬২১**	**২.৫৯২**	**৩৬.৪০৯**	**২.৪৯৪**	**৩৪.৫৬৫**
২৩	**রসুন**	**০.৯৫৮**	**৮.১৮৯**	**০.৮৯২**	**৭.৭০২**	**০.৭৪২**	**৬.৪৮৩**
২৪	**ধনিয়া**	**০.৪৭০**	**০.৬৪২**	**০.৪৪৩**	**০.৬৪২**	**০.৪২৩**	**০.৫৯৮**
২৫	**মরিচ**	**১.৬২৮**	**৩.১১৭**	**১.৫৯৯**	**২.৯৮৪**	**১.৫৮৫**	**২.৯০৭**
২৬	**আদা**	**০.১৭৩**	**২.১৩৭**	**০.১৭৭**	**২.৪৫৬**	**০.১৭৮**	**২.৪৭১**
২৭	**হলুদ**	**০.৩৯৩**	**১.৫২১**	**০.৩৯৯**	**১.৬০৮**	**০.৩৯২**	**১.৬১৯**
২৮	**কালোজিরা**	০.১২০	০.১২৭	০.১১৯	০.১২৬	০.১১৩	০.১১৩
মোট মসলা ফসল		**৬.২৭৪**	**৪৯.৩৫৩**	**৬.২২১**	**৫১.৯২৮**	**৫.৯২৭**	**৪৮.৭৫৫**

ক্রপস উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

পরিচালক মহোদয়ের মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

পরিচালক মহোদয়ের নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

সরেজমিন উইং

৫. সরেজমিন উইং পরিচিতি

ডিএইর কর্মকাণ্ডের মুল কেন্দ্রবিন্দুই হলো সরেজমিন উইং। ডিএই'তে কর্মরত ২৬ হাজার ৪৩৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ২২ হাজার ৭১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী এ উইংয়ে কর্মরত। একজন পরিচালক এই উইং এর দায়িত্বে আছেন। মাঠ পর্যায়ে বার্ষিক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা এ উইং-এর মূল কাজ। এছাড়াও কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উপকরণের চাহিদা নিরূপন, বরাদ্দ ও মনিটরিং এবং মাঠের কার্যক্রম তদারকি করা। সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন, বার্ষিক রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ সম্প্রসারণ বার্তা হিসেবে রূপান্তর করে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। এ-ছাড়া ১৪ টি অঞ্চল (ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা ও সিলেট), ৬৪ টি জেলা, ৪৯২ টি উপজেলা, ১৫ টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২ টি ব্লকের সম্প্রসারণ কার্যক্রমের তদারকি এ উইং এর মাধ্যমে করা হয়।

সরেজমিন উইং এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ও এলাকা ভেদে কৃষকের চাহিদাভিত্তিক মৌসুমি ও বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ, প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ভূমিকা পালন ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে বিস্তার
- বীজ ও সারসহ সকল কৃষি উপকরণের চাহিদা নিরূপণ এবং কৃষি উপকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করে সার্বক্ষণিক কৃষকের দোরগোড়ায় প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ধারণ
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণে প্রসার ঘটানোর নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ে সময়োচিত সমন্বয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত জলাবায়ুর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কর্মকৌশল নির্ধারণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন
- দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম সতর্কীকরণ এবং দুর্যোগ পরবর্তীকালে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- মাঠ পর্যায়ে সমস্যা দৈনন্দিন অবগত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান
- কৃষি সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন
- সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকগণ সহজেই যাতে ই-সম্প্রসারণ সেবায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারেন তার ব্যবস্থা গ্রহণ
- কৃষি পরিবেশ সুরক্ষা ও ক্রপ জোনিং-এর ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বারোপ
- পশ্চাৎপদ, ঝুঁকিপ্রবণ ও প্রতিকূল পরিবেশে (যেমন– দক্ষিণাঞ্চল, খরাকবলিত বরেন্দ্র অঞ্চল, চরাঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল ইত্যাদি) ফসল উৎপাদনের যুৎসই প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ফিড-ব্যাক কার্যক্রমের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ
- কৃষি-সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-কৃষি বাজার এর মাঝে সেতু বন্ধন এবং পরস্পরের সহযোগী ও সমন্বয় সাধনে ভূমিকা গ্রহণ
- সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ ছাড়করণে ভূমিকা পালন ইত্যাদি।

সরেজমিন উইং এর অর্জন:

১. রাজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে বছরওয়ারি প্রযুক্তি বিস্তার সংক্রান্ত তথ্য:

অর্থবছর	প্রদর্শনী সংখ্যা	ফলো আপ চাষির সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (টাকা)	প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত জাতসমূহ			
				বোরো	আউশ	আমন	অন্যান্য
২০-২১	৯৩৮৬০	৩০১০৮৫	৭৪,৭২,৫৮,২৪২	ব্রি ৫৮, ৬৭, ৬৮,৬৯,৭৪,৮১,৮৪,৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২,৯৬ বিনা ১০,১৪,২৪ হাই ৩, ৫	৯৮, হাই ৭, বিনা ১০ ,২১	৭০,৭১,৭২,৭৩, ৭৫,৭৬,৭৭, ৮০,৮৭,৯০,৯১ ,৯৩,৯৪৯৫, হাই ৪,৬ বিনা ১১, ১৬, ২০	তোষা ৮, দেশী ৮, বারি মুগ ৬,৭,৮ও৭,৯ বারি তিল ১,২,৩,৪, তুলা হাই ১, রুপালী ১, সয়া ৫,৬ও ২,৩,৫,৬, বিএইড ২,সূর্যমুখী হাইসান, আরডিএস ২৭৫,বারি ৩, আখ ৪১, ৪২, ৪৭, বারি কালোজিরা ১, বারি মি আলু ৮, ১২, ১৪, ১৫,১৬, বারি আলু ৪৬, ৫৩, ৭২, ৭৩, ৭৯, ৮১ বারি রসুন ৩,৪ও১ পিয়াজ ১, ৪,৫ বারি চিনাবাদাম ৮,৯,১০,ও ৪,৬,৭,৮,৯, বারি বার্লি ৬-৯ বারি সরিষা ১৭, ১৮ ও ৮,৯

অর্থবছর	প্রদর্শনী সংখ্যা	ফলো আপ চাষির সংখ্যা	মোট বরাদ্দ (টাকা)	প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত জাতসমূহ			
				বোরো	আউশ	আমন	অন্যান্য
							বারি গম ৩০,৩২,৩৩ বিডব্লিউএম আর আই ১, ভুট্টা সুপারসাইন ২৭৪০, ২৭৬০, ২৭৯৬, প্যাসিফিক, এনকে ৪০
২১-২২	৯৬৪১০	২,৯১,৬৪৬	৬৮,৪৩,৭৮,৮১৭	ব্রি ধান ৬৭, ৭৪, ৮১, ৮৪,৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭,৯৯, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, হাইব্রিড ৩, ৫ বিনাধান ১০, ১৪, ২৪	ব্রি ধান ৮২, ৮৩, ৮৫, ৯৮, হাইব্রিড ৭ বিনাধান ১৯, ২১	ব্রি ধান ৭৫, ৭৬,৭৭,৭৮৭৯. ৮০,৮৭, ৯০,৯১,৯৩,৯৪ ,৯৫ বিনা ধান ১১, ১৬, ২০,২২ ব্রিহাইব্রিড ৪, ৬	বারি পিয়াজ ১,৪,৫,৬; হাইব্রিড টমেটো ৮,১১, বারি গম ৩২, ৩৩, বিডব্লিউএম আরআই ১,২,৩ বারি চিনাবাদাম ৮,৯,১০, বিনা চিনাবাদাম ৮,৯,১০, বারি মুগ ৬,৭,৮, বিনা মুগ ৭,৮,৯, বারি পাট তোষা ৮দেশী ৮, বারি মুগ ৬,৭,৮, সয়া ৬, বিনা সয়াবিন ৫,৬,৮,৯,১০, বিএইউ২ * বিজেআরআই তোষা পাট ৮ বিজেআরআই দেশী পাট ৮
২২-২৩	৬৮৬০৩	২৫১৬২১	৬৩,৫১,৪৩,৯৮১	ব্রি ধান ৮২, ৮৩ (বোনা/ রোপা আউশ), ৮৫, ৯৮ ব্রি হাইব্রিড ধান ৭ বিনা ধান ১৯, ২১	ব্রিধান ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ব্রি হাইব্রিড ধান ৪, ৬, বিনা ধান ১১, ১৬, ২০, ২২, ২৩	ব্রিধান ৬৭, ৭৪, ৮১, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৮৯, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০, ব্রি হাইব্রিড ধান ৩, ৫, বিনা ধান ১০, ১৪, ২৪	বারি সরিষা ১৭, ১৮, বিনা সরিষা ৪, ৯ বারি পেয়াঁজ ৪ (শীতকালীন), ৫(গ্রীষ্মকালীন), ৬ (শীতকালীন) বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬, WMRI ভূট্টা ১ সহ সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড জাত সমূহ যাদের ফলন কমপক্ষে ১২ মে.টন/হেক্টর বা তার বেশি, বারি গম ৩২, ৩৩, WMRI গম ১, ২, ৩ , বারি চিনাবাদাম ৮, ৯, ১০, বিনা চিনাবাদাম ৮, বিনা চিনাবাদাম ৯, ১০ বিজেআরআই তোষা পাট ৮(রবি ১), বিজেআরআই দেশী পাট ৮ বারি মুগ ৬, ৭, ৮, বিনা মুগ ৮, ৯ বারি সয়াবিন ৬, বিনা সয়াবিন ৫, ৬, বিএইউ সয়াবিন ২ বারি হাইব্রিড টমেটো ৮, ১১

২. বছরওয়ারি রাসায়নিক সারের বরাদ্দ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য:

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিওপি	এমওপি	জিপসাম	মন্তব্য
২০২০-২১	২৪৫০০০০	৫০০০০০	১৩০০০০০	৭৫০০০০	৫৫০০০০	
২০২১-২২	২৬০০০০০	৭০০০০০	১৬৫০০০০	৭৫০০০০	৫৫০০০০	
২০২২-২৩	২৬০০০০০	৭০০০০০	১৫০০০০০	৭৫০০০০	৫৫০০০০	

৩. বছরওয়ারি কৃষি প্রণোদনা ও কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য:

অর্থবছর	অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগী কৃষক সংখ্যা
২০২০-২০২১	৩৬৯৬৫.৬১৮৯৫	৪৪৩২৪৪৩
২০২১-২০২২	৩৬৭০৮.৪৩৯৩৯	৪৪৪৯১৯৬০
২০২২-২০২৩	৪৭০৩২.০৩১০০	৬৭৬৫৫৭৬

সরেজমিন উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সরেজমিন উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয়

নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন সরেজমিন উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয়

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং

৬. উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং পরিচিতি

এ উইং এর মাধ্যমে সারাদেশে আবাদকৃত ফসল ও ফলমূলের ক্ষতিকারক রোগ-বালাই থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, রোগ-বালাই দ্বারা ফসল আক্রান্ত হলে ফসল রক্ষার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে সঠিক কারিগরী পরামর্শদান ও সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে কৃষককে সহায়তা দান, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন কলাকৌশল নিরুপন, রোগ বালাই সম্পর্কে জরিপ ও আগাম ব্যবস্থা গ্রহণে কৃষককে সতর্ক করা। এছাড়াও মাঠ ফসলে ও জনস্বাস্থ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশকের নিবন্ধন, উৎপাদন ও বিপণনে লাইসেন্স প্রদান এবং বালাইনাশকের মান-নিয়ন্ত্রনে ও বিধিবদ্ধ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এ উইং এর প্রধান কাজ। বিভিন্ন যৌথ ধারণা ও বিষয়ে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, এনজিও ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোথাযোগ রক্ষা করা।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কার্যক্রম সমূহ

- The Pesticide Ordinance 1971 (২০০৯ এর সংশোধনী), The Pesticide Rules 1985 (২০১০ এর সংশোধনী)-সহ অন্যান্য বিধিমালার আলোকে বালাইনাশকের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন
- অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও মেট্রোপলিটান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ
- অতন্দ্র জরিপ ও আগাম সতর্কীকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- পরিবেশ বান্ধব ও গুণগত মানসম্মত বালাইনাশক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা তদারকি ও মনিটরিং
- বালাইনাশক প্রশাসন ও মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করে ফসল সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ
- বালাইনাশক কারখানা পরিদর্শন ও উৎপাদন পদ্ধতি মনিটরিং
- নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহারের ওপর সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় এবং উদ্ভাবিত ফসল সংরক্ষণের প্রযুক্তি সংগ্রহ ও সম্প্রসারণ
- বালাইনাশকের মান/প্রয়োগ মাত্রার সঠিকতা নিরূপণের জন্য নমুনা বিশ্লেষণ
- উইং-এ স্থাপিত পেস্টিসাইড ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা
- মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিয়ত বালাইয়ের উপস্থিতি মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনা ইত্যাদি।

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর অর্জনঃ

১. বালাইনাশক আমদানি হ্রাস (মেট্রিক টন/কিলোলিটার)

বছর	কীটনাশক			মাকড়নাশক	ছত্রাকনাশক	আগাছানাশক	ইঁদুরনাশক	মোট
	দানাদার	তরল	পাউডার					
২০২০	৫৯৩২.০০	৫১০০.০০	১৫২৫.০০	১২৫.০০	১৭৪১০.০০	৭২৫০.০০	৮০.০০	৩৭৪২২.০০
২০২১	৪৬৩৬.২৫	৬৩৪৫.৫০	২২৪০.২০	১৩২.৫০	১৮২২০.৮০	৭৮৮০.০০	৮৭.০০	৩৯৫৪২.৭৫
২০২২	৩৯৫০.০০	৬৬৩০.০০	২৪৪৩.০০	১৩৫.০০	১৭৯৮০.০০	৮০৫০.০০	৯৫.০০	৩৯২৮৩.০০

২. বালাইনাশকের নমুনা পরীক্ষা

বছর	নিকন্ধন		নবায়ন		অন্যান্য	
	গ্রহণকৃত	পরীক্ষাকৃত	গ্রহণকৃত	পরীক্ষাকৃত	গ্রহণকৃত	পরীক্ষাকৃত
২০১৯	৬৭২	৭০৯	১৩৫৪	১৩৫৪	৬০৪	৪৩৪
২০২০	১০৬৯	৫৯৮	১২৮৩	১২৮৩	৫২৪	৬৯০
২০২১	২৯০	৭২৪	১৫৬৯	১৫৬৯	৫০৩	৪৯৯

৩. রাজস্ব আদায়

অর্থবৎসর	আদায়কৃত রাজস্ব (লক্ষ টাকায়)
২০১৮-১৯	৩৯৩
২০১৯-২০	২৪৭
২০২০-২১	৪৮৭
২০২২-২৩	৫৭৮

৪. বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন

ক্রমিক নং	অর্থবছর	রেজিস্ট্রেশনকৃত বালাইনাশকের সংখ্যা
০১	২০২২-২৩	১৬৬ টি

৫. ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স অনুমোদন

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের নাম	অনুমোদন সংখ্যা
০১	আমদানি লাইসেন্স	১০৫ টি
০২	রিপ্যাকিং লাইসেন্স	১০৩ টি
০৩	হোলসেল লাইসেন্স	১১৫ টি
০৪	আমদানি (টেকনিক্যাল গ্রেড)	২০ টি
০৫	ফরমুলেশন লাইসেন্স	১৪ টি
০৬	বিজ্ঞাপন লাইসেন্স	৯০ টি

৬. ২০২২-২৩ অর্থবছরে লাইসেন্স বাতিল

ক্রমিক নং	ব্র্যান্ড নাম/ট্রেড নাম	রেজিস্ট্রেশন নং	কোম্পানী নাম
০১	Pro-fos 48 EC	AP-3308	Pratasha International
০২	Proxam 25 WG	AP-3419	Pratasha International
০৩	Pro Imida 20 SL	AP-3345	Pratasha International
০৪	Has Clean 72 SL	AP-5816	Has Agro Ltd.

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ প্রদান

ক্রমিক নং	ক্যাডার কর্মকর্তা	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	কৃষক
০১	৫০০	২৫০০	৫০০

৮. ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদর্শনী স্থাপন

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রদর্শনী সংখ্যা
০১	পেষ্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন	১৪

৯. অটোমেশন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অটোমেশন
০১	পেষ্টিসাইড রিস্ক রিডাকশন	পেস্টিসাইড রেজিষ্ট্রেশন, নবায়ন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রমের অটোমেশন চলমান

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

বালাইনাশক উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

ল্যাব কার্যক্রম চলমান

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং

৭. উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং পরিচিতি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উইং হলো উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং। এই উইংটি মূলত সরেজমিন উইং, হর্টিকালচার উইং ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ, আন্ত:সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য আমদানি রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পূর্ব তথা ১৯৬৭ সালের জুন পর্যন্ত এই ভূখন্ডে মোট ০৬ টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রের (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, মংলা সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বেনাপোল স্থল বন্দর এবং দর্শণা স্থল বন্দর) মাধ্যমে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম চালু ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সাথে সাথে উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ জাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় আরোও ০৬ টি স্থলবন্দরকে (হিলি স্থল বন্দর, সোনামসজিদ স্থল বন্দর, বুড়িমারী স্থল বন্দর, টেকনাফ স্থল বন্দর, আখাউড়া স্থল বন্দর ও তামাবিল স্থল বন্দর) পূর্নাঙ্গভাবে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র হিসেবে চালু করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশন হিসেবে পরিচালিত হলেও ২০১৪ সালে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং গঠিত হয়। বর্তমানে মোট ৩০ টি সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রমের গুরুত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রসমূহকে এ (১২ টি) , বি (০৮ টি) এবং সি (১০ টি) ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা হয়। বর্তমানে ৩০ টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র কার্যকর রয়েছে।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতাধীন উদ্ভিদ সংগনিরোদ কেন্দ্রসমূহের অফিস ভবন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

ক্রঃ নং	সংগনিরোধ কেন্দ্রের নাম	মোট জমির পরিমাণ	ভবনের আয়তন	কক্ষ সংখ্যা	ল্যাবরেটরি আছে কি-না?
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
০১	উদ্ভিদ সংগনিরোধ স্টেশন সমুদ্র বন্দর, চট্টগ্রাম।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম এর আওতাধীন ৩.৩৫ একর জমির মধ্যে ৮ শতাংশ জমির উপর প্ল্যান্ট কোয়ারেন্টিন মুল ভবন।	সর্বমোট ১২,৬৭২ বর্গফুট	২৫ (পঁচিশটি)	আছে।
০২.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, মংলা বাগের হাট	১। খুলনা অফিস: নিজস্ব জমি:০.৫৯ একর ২। মোংলা অফিস: বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে লিজ নেয়া: ০.৭৫ একর	১০৬৪ বর্গফুট	০৮	আছে
			১৩০০ বর্গফুট	১০	
			১৩৮০ বর্গফুট	১৪	
			২২০ বর্গফুট	০১	
			৩৩৭৫ বর্গফুট	২২	
			২৬০ বর্গফুট	০১	
			৬০০ বর্গফুট	০১	
			২৪০ বর্গফুট	০১	
			৪৪০ বর্গফুট	০২	
০৩.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা	৫৫০ বর্গফুট (ইজারাকৃত ভবন)	৫৫০ বর্গফুট (ইজারাকৃত ভবন)	৪ টি	আছে
০৪.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, হযরত শাহ আমানত বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৩ টি	আছে
০৫.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার	৮০ শতক	৬৫ ফিট× ২০ ফিট	১০ টি	হ্যাঁ
০৬.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বেনাপোল, যশোর	১৭ একর	১ম বিল্ডিং-১০৬৪ বর্গফুট ২য় বিল্ডিং-১৯৫০ বর্গফুট	১৬ টি	আছে
০৭.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, ভোমরা, সাতক্ষীরা	০.৫০ শতক	২৭০০ বর্গফুট	১১ টি	আছে
০৮.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৫০ শতক	অফিস ভবন-৫৮০০ বর্গফুট, হিটট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-৩৩৮ বর্গফুট, ফিউমিগেশন কক্ষ-৩৫০ বর্গফুট,	২১ টি	আছে

ক্রঃ নং	সংগনিরোধ কেন্দ্রের নাম	মোট জমির পরিমাণ	ভবনের আয়তন	কক্ষ সংখ্যা	ল্যাবরেটরি আছে কি-না?
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
			গার্ডশেড-৭৩.৮ বর্গফুট, গ্যারেজ-৪৭৩.৮ বর্গফুট		
০৯.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০.২০ একর	৩০৪০ বর্গফুট তিন তলা বিশিষ্ট ভবন	১১ টি	আছে
১০.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর	০.৩৭ একর	এক তলা বিশিষ্ট ভবন এর আয়তন-১০৬৫ বর্গফুট	১৪ টি	আছে
১১.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পটুয়াখালী				
১২.	কেন্দ্রিয় প্যাকিং হাউজ শ্যামপুর, ঢাকা	১.০০ একর	৪৫ শতাংশ	৩৬ টি কক্ষ ও ৩য় তলায় ল্যাবের কাজ চলমান	আছে
১৩.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, দর্শণা, চুয়াডাঙ্গা	২৫.১৯ শতাংশ	২৭২ বর্গফুট	১৩	আছে
১৪.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, তামাবিল, সিলেট	০১ (এক) একর	১২৫০ ব: ফুট	০৮ টি	আছে
১৫.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	১ একর	অফিস ভবন-২৬০০ বর্গফুট, অফিসার্স কোয়ার্টার-২০০০ বর্গফুট, কর্মচারীকোয়ার্টার-২০০০ বর্গফুট	২৫ টি	বি
১৬.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বাংলাবান্দা, পঞ্চগড়	৫০ শতক	বিল্ডিংএরিয়া ৯৫৪৩.৫ বর্গফুট। বাউন্ডারীএরিয়াওয়াল ৫৮৩ বর্গফুট। ওপেনএরিয়া ১১.৫৭৩ বর্গফুট। কম্পাউন্ডএরিয়া ২১.৭ বর্গফুট।।	১৬ টি	আছে
১৭.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, সিলেট	ভাড়াঅফিস	২৮২.৪১ বর্গফুট	০২ টি	আছে
১৮.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদী বন্দর, নারায়ণগঞ্জ	০.২৫০৭ একর	৭৬৮ বর্গফুট	৮ টি	নাই
১৯,	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি), কমলাপুর, ঢাকা	ভাড়া কৃত	১২০০ বর্গফুট	০৩ টি	নাই
২০.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, ইনল্যান্ড কন্টেইনার টার্মিনাল, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	-	-	১ টি	নাই
২১.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট	ভাড়াঅফিস	৯০০ বর্গ ফুট	০৩	নাই
২২.	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বিবিরবাজার, কুমিল্লা	ভাড়া অফিস	৪৫০ বর্গফুট	০২ টি	নাই
২৩	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ভাড়াকৃত অফিস	৩০০ বর্গফুট	০২ টি	নাই
২৪	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর,	ভাড়াকৃত অফিস	৭২৫ বর্গফুট	০৪	নাই

ক্রঃ নং	সংগনিরোধ কেন্দ্রের নাম	মোট জমির পরিমাণ	ভবনের আয়তন	কক্ষ সংখ্যা	ল্যাবরেটরি আছে কি-না?
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ				
২৫	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, কামালপুর, বকশিগঞ্জ, জামালপুর	অবকাঠামো নাই			
২৬	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, বিরল, দিনাজপুর				
২৭	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, চাতালপুর, মৌলভীবাজার				
২৮	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, মুজিবনগর, মেহেরপুর				
২৯	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, স্থল বন্দর, শাল্লা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ				
৩০	উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদী বন্দর, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া				

উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইনের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ:

- উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন
- Good Agricultural Practice (GAP) উৎসাহিত ও বাস্তবায়ন করা।
- International Plant Protection Convention (IPPC) অনুসারে International Plant Protection Organization (NPPO) এর দায়িত্ব পালন।
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন বাস্তবায়ন।
- উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত বা স্বাক্ষরকারী এমন আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রটোকল, কনভেনশন ইত্যাদি অনুসরণ ও বস্তবায়নসহ উদ্ভিদ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম অনুসরণ, পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন।
- উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য সুষ্ঠুভাব আমদানির স্বার্থে সংগনিরোধ কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট সকল এজেন্সির সঙ্গে সমন্বয়।
- রপ্তানি কার্যক্রম শক্তিশালী রাখার স্বার্থে উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্মসূচি পরিচালনা।
- রপ্তানিযোগ্য পণ্যের রপ্তানীপূর্ব ফাইটোসেনিটারি ইন্সপেকশন ও ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট ইস্যুকরণসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের কাগজপত্র পরীক্ষা করে আমদানিকারী দেশের চাহিদার সঙ্গে পণ্যটি Comply করে কিনা তা যাচাইয়ের ব্যবস্থা।
- উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির পূর্বে মাঠ পরীক্ষা /পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

২০১১ঃ উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-২০১১ প্রণয়ন: উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর অন্যতম সাফল্য হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে সংগনিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-২০১১ প্রণয়ন করা হয়।

২০১৪ঃ উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং প্রতিষ্ঠা: উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে রিভিজিটের মাধ্যমে ২০১৪ সালে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং প্রতিষ্ঠাসহ গুরুত্ব বিবেচনায় ক্যাটাগরী এ, বি এবং সি হিসেবে ৩০ টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং WTO-SPS Agreement এবং IPPC (International Plant Protection Convention) অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১৫ঃ বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারী সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় বহুমুখী কার্যাদি সম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে দেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রে নতুন অফিস স্থাপনা তৈরি, রিনোভেশন কার্যক্রম, ল্যাবরেটরি স্থাপন, ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ কেমিক্যাল সরবরাহকরণ। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক্সপোর্ট

প্রসেসিং এরিয়া নির্ধারণ, কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ নির্মাণ ও কার্যক্রম শুরু, ১৫ টি কমোডিটি পিআরএ, ০৪ টি পেস্ট পিআরএ, ১ টি পেস্ট লিস্ট তৈরিসহ উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ করা হয়।

২০১৬ঃ শ্যামপুর কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ স্থাপনঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নে কৃষিপণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে তাদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি অর্থায়নে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ফাইটোস্যানিটারি সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় শ্যামপুর কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ নির্মাণ ও রপ্তানি কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং অদ্যবধি সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ইউরোপভুক্ত দেশসমূহে শাকসবজি ও ফলমূল রপ্তানির জন্য শ্যামপুর প্যাকিং হাউজে Sorting, Grading, Cleaning, Drying and Laboratory Test করা হয়।

২০১৮ঃ উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়নঃ বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষার পাশাপাশি পরিকল্পিত রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধির কৌশলপত্র হিসেবে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-২০১১ বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮ সালে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়।

২০১৯ থেকে চলমানঃ Import Permit (IP), Phytosanitary Certificate (PC), Release Order (RO), Anchorage Permit এর অনলাইন অটোমেশনঃ অটোমেশন উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং-তথা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনবদ্য ইনোভেশন। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং অটোমেশন পদ্ধতিতে আমদানিকারকদের পণ্য আমদানি করার জন্য ইমপোর্ট পারমিট এবং রপ্তানিকারকদের পণ্য রপ্তানি করার জন্য ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। আবেদনকারীরা ঘরে বসেই অনলাইনে (http://pqw.dae.gov.bd) আবেদন করতে পারে। সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট, ইন্সপেকশন এবং সংগনিরোধ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম ISPM (International Standards for Phytosanitary Measures) অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। আমদানিকারকগণের পোর্ট থেকে পণ্য ছাড়করণের জন্য যে Release Order (RO) প্রয়োজন হয় সেটিও এখন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আমদানি ও রপ্তানি, রিলিজ অর্ডার এর আবেদনের জন্য সরকার নির্ধারিত ফি অনলাইনে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কার্যক্রমগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে।

সরকারের রাজস্ব খাতে আয়ের যোগানঃ

ফাইটোসেনিটারি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং হতে প্রতি বছর সরকারের খাতে বিশাল অংকের রাজস্ব আদায় হয়। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রম সংক্রান্ত চার্জ ও ফি এবং ভ্যাট বাবদ আয় হয় ৪৮১ কোটি ৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৬০৫ টাকা। তন্মধ্যে গত ২০২২-২৩ অর্থবছরেই আয় হয় মোট ১০৫ কোটি ৩৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৯২ টাকা। যা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক উৎস হিসেবে কাজ করছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কৃষি বাণিজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কৃষিজাত পণ্যের আমদানি রপ্তানির সাথে পারস্পরিক আন্ত:সম্পর্ক বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির এই যুগে ব্যবসা বাণিজ্য, পর্যটন এসব গ্লোবালাইজেশন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভিদের বিভিন্ন রোগবালাই ও পোকামাকড় সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রকট সম্ভাবনা থাকে। একটা গুরুতর ক্ষতিকর পোকা বা জীবাণু অন্য একটা দেশের সামগ্রিক কৃষিকে বিপর্যস্থ করার সক্ষমতা রাখে। যথাযথ সংগনিরোধ পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমেই এই সমস্ত অনাকাঙ্খিত অবস্থার মোকাবেলা সম্ভব। পরিকল্পিত, শক্তিশালী ও কার্যকরী উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এইসব অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি মোকাবেলার গর্বিত অংশীদার।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে অর্জনঃ

অর্থবছর	ইমপোর্ট পারমিট (আইপি)	ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট (পিসি)	রিলিজঅর্ডার (আরও)	অন্যান্য অর্জন
২০২২-২৩	৩৬,৫৩৫ টি	৩৫,২৫৯ টি	৯২,৯০৭ টি	• পাট বীজ আমদানির আইপি আবেদন অনলাইনে অটোমেশন। • আইপি এক্সটেনশন কার্যক্রম অটোমেশন। • হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কেন্দ্রে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সিস্টেম চালু। • কৃষিপণ্য রপ্তানিতে রোডম্যাপ তৈরি ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। • জাহাজ নোঙ্গর অনুমতির আবেদন অনলাইনে অটোমেশন।

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

চট্টগ্রাম কোয়ারেন্টাইন স্টেশন পরিদর্শন

শ্যামপুরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ পরিদর্শন

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং

৮. পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং পরিচিতি:

উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি বাজার সংযোগ, বাণিজ্যিক কৃষি, পরিবেশ সুরক্ষা, নারীর অংশগ্রহন, ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন ইত্যাদি সাম্প্রতিককালে কৃষি সম্প্রসারণের মূল কথা সার্বিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু কৃষক এবং লক্ষ্য কৃষকের উন্নয়ন। কৃষি পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসহ নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনবল এবং জনবলের দক্ষতা অপ্রতুল বিবেচিত হয়। সময়ের এ চাহিদা মিটাতে ২০১৪ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠন করা হয়। পুনর্গঠিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সামগ্রিক কর্মকান্ডের ধরণ ও প্রকৃতি বিবেচনা করে এই অধিদপ্তরকে ৮ টি উইংএ সাজানো হয়েছে। সামগ্রিকভাবে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা সার্বিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে অধিদপ্তরের সকল উইং এরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এই অধিদপ্তরের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উইং। এই উইং এর পরিচিতি এবং উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রমগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো –

উইং এর উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম :

- সম্ভাবনাময় শস্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী বহির্বিশ্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ হাইকমিশনার/রাষ্ট্রদূতগণকে অবহিতকরণ এবং বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কৃষির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলী আদান-প্রদানে ভূমিকা পালন।
- বহির্বিশ্বের চাহিদা মোতাবেক কৃষি সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলি ও মতামত প্রদানে দায়িত্ব পালন।
- উইং এর চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং সে মোতাবেক কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ডিএই এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডসহ শস্য সম্পর্কিত আপডেটেড তথ্য সংগ্রহ এবং ডাটাবেজ তৈরি।
- ফসল সম্পর্কিত সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত করতে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরকল্পনা প্রণয়ন।
- অধিদপ্তরের সকল পূর্ত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকি।
- প্রকল্প সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ।
- অধিদপ্তরের চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও মনিটরিং।
- নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং Environmental Impact Assessment সার্টিফিকেট গ্রহণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- অনুমোদিত প্রকল্পের বেইস লাইস সার্ভে, মধ্যবর্তী ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন, প্রভাব মূল্যায়ন সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ এবং প্রাপ্ত মূল্যায়ন তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ডিএই এর সময়োপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ই-সম্প্রসারণ সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও চালুকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ডিএইর ওয়েব-সাইট ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য সংযোজন ও হাল-নাগাদ করণ।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যাবতীয় তথ্যাদি, সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কৃষকের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ডাটা-বেজ তৈরি।
- অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন।
- সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের আইসিটি সরঞ্জাম হাল-নাগাদ তথ্য সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম পরিচলনা ইত্যাদি।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর অর্জন:

ক্র.নং	কৃষি মন্ত্রলালয়ে প্রেরিত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	মন্তব্য
১	৪০টি	১২টি	৩টি	৭টি	-

পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর কার্যক্রমের চিত্রঃ

কৃষক পর্যায়ে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয়

কর্মচারীদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন উইং এর অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়

প্রকল্পসমূহ

প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অর্জন

চলমান কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা দলিল/ আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারক/ জাতিসংঘ ঘোষিত পরিকল্পনাসমূহ যেমন ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১, ডেল্টা প্ল্যান-২১০০, জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি-২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) প্রভৃতির মাধ্যমে অর্পিত সুনির্দিষ্ট লক্ষসমূহ অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জনসমূহের বিবরণ দেয়া হলো :

প্রকল্পের নাম: আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের কৃষি উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক. প্রকল্প এলাকার শস্য নিবিড়তার হার ৫% বৃদ্ধিকরণ,
খ. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ফসলের উৎপাদন ১০-১৫% বৃদ্ধিকরণ; তন্মধ্যে ধান-১২%, গম-১০%, ভুট্টা -১০%, ডাল ফসল -১২%, তেল ফসল - ১২% মশলা- ১৩%, সবজি-১৫% এবং ফল-১৪%;
গ. প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা;
ঘ. কৃষকদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
ঙ. কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানো ।

প্রকল্পের মেয়াদঃ

ক) শুরুর তারিখ: জানুয়ারি / ২০২০ খ্রি:
খ) সমাপ্তির তারিখ: ডিসেম্বর / ২০২৫ খ্রি:

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)

মোট : ১৬৮২০.৪৯ লক্ষ টাকা
জিওবি : ১৬৮২০.৪৯ লক্ষ টাকা
নিজস্ব অর্থ: ০.০০
অন্যান্য : ০.০০

প্রকল্প এলাকাসমূহঃ রাজশাহী বিভাগের ০৮ টি জেলার ৬৭ টি উপজেলা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে প্রধান কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়নঃ

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন
০১.	আঞ্চলিক কর্মশালা	০২ টি	০২ টি
০২.	কৃষক প্রশিক্ষণ	২৬৮ ব্যাচ	২৬৮ ব্যাচ
০৩.	এসএএও প্রশিক্ষণ	১৬ ব্যাচ	১৬ ব্যাচ
০৪.	প্রযুক্তি বিস্তার প্রদর্শণী	৩২৬৩ টি	৩২৬৩ টি
০৫.	কৃষক মাঠ দিবস	৩৩৫ টি	৩৩৫ টি
০৬.	কৃষি মেলা	৬৭ টি	৬৭ টি
০৭.	কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমন	৬৭ টি	৬৭ টি
০৮.	প্রগ্রেস মনিটরিং	০১ টি	০১ টি
০৯.	কৃষি যন্ত্রপাতি (৭০% ভর্তুকি)	১১০৫ টি	১১০৫ টি
১০.	পলিনেট হাউজ	৩২ টি	৩২ টি
১১.	জিরো এনার্জি কুল চেম্বার	২০ টি	২০ টি
১২.	আঞ্চলিক অফিস ভবন	০২ টি	০২ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নামঃ সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের এলাকাসমূহ
সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প।	• আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে ফসলের ১০%-১৫% অপচয় রোধ এবং চাষাবাদে ৫০% সময় ও ২০% অর্থ সাশ্রয় করা। • সমন্বিতভাবে সমজাতীয় ফসল আবাদ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ৫০% কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা। • কৃষি উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণ এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। • যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পোষ্ট হারভেষ্ট ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। • ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ।	জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত	৩০২০০৬.৮৫	দেশের ৬৪ জেলার সকল উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ

প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পের অর্জন
গ্রামীণ মেকানিক ও চালক প্রশিক্ষণ (২৮ দিন ব্যাপী)	১০৮ টি	১০৮ টি
উপসহকারী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২০০ টি	২০০ টি
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১৬ টি	১৬ টি
যৌথ জমি ব্যবহারকারী কৃষক/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	১৬ টি	১৬ টি
যন্ত্র উপযোগী ধানের চারা উৎপাদন প্রশিক্ষণ (৫ দিন ব্যাপী)	৩০ ব্যাচ	৩০ ব্যাচ
জমির যৌথ ব্যবহারকারী কৃষকদের সভা		
বৈদেশিক শিক্ষা সফর (কর্মকর্তা)	**৩০ জন**	**৩০ জন**
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	**০৫ জন**	**০৫ জন**
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ মেকানিক	**৩০ জন**	**৩০ জন**
জাতীয় কর্মশালা	১ টি	১ টি
আঞ্চলিক কর্মশালা	১৪ টি	১৪ টি

প্রকল্পের কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পের অর্জন
নীতি নির্ধারণী কর্মশালা	৪ টি	৪ টি
দেশব্যাপী উন্নয়ন সহায়তা		
১) কম্বাইন হারভেষ্টার		
i) ধান ও গম	৮১৯৫ টি	৮১৯৫ টি
ii) ভুট্টা		
২) রিপার যন্ত্র	০	০
i) রিপার	১৫৮৪ টি	১৫৮৪ টি
ii) রিপার বাইন্ডার	০	০
৩) রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্র	০	০
i) রাইডিং টাইপ	৩৪ টি	৩৪ টি
ii) ওয়াকিং রাইপ	২৪৪ টি	২৪৪ টি
৪) সিডার/বেডপ্লান্টার	৮৪৭৫ টি	৮৪৭৫ টি
৫) পাওয়ার থ্রেসার	৭১৯৮ টি	৭১৯৮ টি
৬) মেইজ শেলার	৭৫৪ টি	৭৫৪ টি
৭) ড্রায়ার	২৭ টি	২৭ টি
৮) পাওয়ার স্প্রেয়ার	১৩৫ টি	১৩৫ টি
৯) পাওয়ার উইডার	৩৩ টি	৩৩ টি
১০) পটেটো ডিগার	৯৫৬ টি	৯৫৬ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

কম্বাইনড হারভেস্টারের মাধ্যমে শস্য কর্তন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়

কৃষি যন্ত্রপাতি টেস্টিং ও ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন কৃষকগণ

প্রকল্পের নাম: ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডব্লিউএম) (ডিএই পার্ট)

(Climate Smart Agriculture and Water Management (CSAWM) (DAE Part).

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- ক্লাইমেট স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় শতকরা ২ (দুই) ভাগ শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করা।
- কমপক্ষে ১০ টি পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সেচের পানি ব্যবহার দক্ষতা শতকরা ৫০ ভাগ সাশ্রয়ী করা এবং সেই সাথে প্রকল্প এলাকার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকায় প্রতি বছর ১২০ টন দানাদার বীজ ৪০ টন ডাল জাতীয় ফসলের বীজ এবং ৪০ টন তৈল জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা।

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারী ২০২২ হতে ডিসেম্বর' ২০২৬ খ্রি.

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ:

মোট	১০,৬০৭.৭৪ লক্ষ টাকা
জিওবি	২,১২৭.৭৪ লক্ষ টাকা
প্রকল্প সাহায্য	৮,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা: ৮ টি বিভাগের ১৭ টি জেলার ২৭ টি উপজেলা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

১. প্রদর্শনী স্থাপন:		
ক্র:নং	প্রযুক্তির নাম	অর্জন সংখ্যা
ক)	ভাসমান বেডে শাক-সবজী উপাদন	৪৮
খ)	ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে শাক-সবজি উৎপাদন	৪৩২
গ)	সর্জান পদ্ধতিতে শাক-সবজি/ ফল উৎপাদন	৪৮
ঘ)	ভার্মি কম্পোস্ট (ইটের কাঠামো)	৪১২
ঙ)	বসতবাড়িতে বাগান	৩৫৮
চ)	ফল বাগান (পেয়ারা/ ড্রাগন/ আম/ অন্যান্য)	৬৪০
ছ)	উচ্চ মূল্য ফসল (আদা/ হলুদ/ পেঁয়াজ/ রসুন/ গ্রীষ্মকালীন টমেটো)	৮০৫
জ)	খরা/ বন্যা/ লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের জাত/ স্বল্প জীবন দৈর্ঘ্য ফসল (দানাদার/ তৈল/ ডাল এবং অন্যান্য ফসল)	১১০৮
ঝ)	মাঠ দিবস	৬৭
২. প্রশিক্ষণ:		
ক)	এফএসএস এর মাধ্যমে ট্রেনিং (ব্যাচ)	৪৮
৩. কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ:		
ক)	মিনি সীডলিং পলিহাউজ নির্মাণ	২০
খ)	ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র	৫৭
গ)	আর্দ্রতামাপক যন্ত্র	৫৭
ঘ)	রাইচ ট্রান্সপ্লান্টর	৫৭
ঙ)	বীজ সংরক্ষণ পাত্র	১৯৯৫
চ)	ডিজিটাল ওয়েট মেশিন	২২৮
৪. কর্মশালা:		
ক)	জাতীয় কর্মশালা	১ টি
খ)	আঞ্চলিক কর্মশালা	২ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ (সমলয়ের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কৃষি) ও পলিনেট হাউজে নিরাপদে চারা উৎপাদন

প্রকল্পের নাম: ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে খুলনা কৃষি অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সহ ফসলের বৈচিত্রায়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো-

ক) ক্লাইমেট-স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার ও পতিত জমি চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা ১৭০%-১৭৫% উন্নীতকরণ;

খ)পানি ব্যবস্থাপনা, মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও উচ্চমূল্যের আধুনিক জাতের ফল এবং সবজি আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৮%-১০% (সবজি ১০.৫০-৯.৫২লক্ষ মে.টন এবং ফল ৩.৭৫-৩.৪১লক্ষ মে.টন) বৃদ্ধিকরণ ;

গ) স্থানীয় অভিঘাত সহনশীল টেকসই জাত সম্প্রসারণ ও অভিযোজন কৌশলের মাধ্যমে ফসলের বৈচিত্রায়ন।

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০২১ থেকে জুন ২০২৪

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ: ৪৯৭১.০০ লক্ষ টাকা

(জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি ২৪০৮.৩৫ লক্ষ টাকা, আর্থিক ৪৮%, বাস্তব ৫৪%)

প্রকল্পের এলাকাঃ ৪ টি জেলা ৩১ টি উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রমের বিবরন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনী	৪১৮৮ টি	৪১৮৮ টি
০২	প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রদর্শনীর মাঠদিবস	১৫৯ টি	১৫৯ টি
০৩	কৃষক প্রশিক্ষণ(প্রযুক্তিভিত্তিক)	১৪৮ ব্যাচ	১৪৮ ব্যাচ
০৪	ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি প্রযুক্তি মেলা	৩০ টি	৩০ টি
০৫	কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ (মিনি গার্ডেন টিলার, ফুট পাম্প স্প্রেয়ার, মিনি কর্ণ সেলার, ইসি মিটার এবং ড্রিপ ইরিগেশনসহ সোলার পাম্প)	২৫৬০ টি	২৫৬০ টি
০৬	মিনি পুকুর খনন	৩০০ টি	৩০০ টি
০৭	বরো-পিট খনন	৫ কি.মি.	৫ কি.মি.
০৮	পলি নেট হাউজ নির্মাণ	০৪ টি	০৪ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়নকৃত প্রদর্শনীর ছবি

প্রকল্পের নামঃ কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি জেলার ২৫টি উপজেলাসহ অন্যান্য উপযোগী এলাকায় কফি ও কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১। কাজুবাদাম এবং কফির জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন ৫০% বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান উৎপাদন এলাকা বাড়িয়ে ২০০০ হেক্টর হতে ৬০০০ হেক্টর পর্যন্ত বৃদ্ধি;

২। উৎপাদিত কাজুবাদাম এবং কফির দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি;

৩। প্রকল্প এলাকায় কৃষকদের দক্ষতা উন্নয়ন (৪৯৫০০ জন কৃষক/কৃষানী প্রশিক্ষণ), কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টিমান উন্নয়নে সহায়তা;

৪। পাহাড়ী এলাকায় পতিত জমি কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুজিতে আগ্রহী ও অগ্রগণ্য কৃষদের দ্বারা উৎপাদিত কাজুবাদাম ও কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রি:
প্রাক্কলিত অর্থের পরিমানঃ ১৫৮৫৪.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প এলাকা সমূহঃ ১৯টি জেলার ৬৬টি উপজেলা ও ৩০টি হর্টিকালচার সেন্টার।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	**কাজুবাদাম প্রদর্শনী-**		
২	জাত ও প্রযুক্তি	২০০০টি	২০০০টি
৩	বাণিজ্যিক	১০০টি	১০০টি
৪	**কফি প্রদর্শনী-**		
৫	জাত ও প্রযুক্তি	২৫০০টি	২৪০০টি
৬	বাণিজ্যিক	১৫০টি	১৫০টি
৭	কৃষক প্রশিক্ষণ	৬৮৫ ব্যাচ	৩৪৬ ব্যাচ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
৮	এসএএও প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	৩ ব্যাচ
৯	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ
১০	কাজুবাদাম ও কফি মাতৃবাগান	২৫টি	২৫টি
১১	সিসিটিভি ক্যামেরা	৫০টি	৫০টি
১২	অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি	১১৭০টি	১১৭০টি
১৩	সীমানা প্রাচীর	৬৫০ আরএম	৬৫০ আরএম
১৪	সোলার ড্রীপ ইরিগেশন সিস্টেম	১৫০টি	১৫০টি
১৫	ভূমি উন্নয়ন	৫০০০ ঘনমিটার	৫০০০ ঘনমিটার
১৬	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	১৮০০ আরএম	১৮০০ আরএম
১৭	নার্সারি সেড	১০টি	১০টি
১৮	গ্রাফটিং হাউস	১০টি	১০টি
১৯	অফিস ভবন কাম ডরমেটরি	১টি	১টি (চলমান)

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্র

সচিব মহোদয় ও মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নামঃ বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- দেশের তিনটি পাহাড়ি জেলাসহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চারপাশের জমি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধির পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা;
- দেশীয়, সম্ভাবনাময় বিদেশি এবং রপ্তানিযোগ্য ফলের উৎপাদন ক্লাস্টার/ ক্লাব ভিত্তিক বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা এবং উৎপাদিত ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ণের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সেবা সম্প্রসারণ করা;
- উৎপাদক, সম্প্রসারণ কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাভোগীর প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, মানসম্মত ফল উৎপাদন প্রযুক্তি, ফলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষি পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা;
- নারীদের ক্ষমতায়ণ, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন।

- **মেয়াদ** ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত।
- **প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ** ঃ টা: ৬৭১৬০.০০ লক্ষ।
- **প্রকল্প এলাকাসমুহ ঃ** ৭৪ টি হর্টিকালচার সেন্টারের আওতাধীন ৫১ টি জেলার ৪০৩ টি উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রঃনং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	প্রদর্শনীর কৃষক প্রশিক্ষণ	৪৫০ ব্যাচ	৪৫০ ব্যাচ
০২	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (১দিনের)	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
০৩	এসএএও প্রশিক্ষণ	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
০৪	নার্সারিম্যান প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	১০ ব্যাচ
০৫	স্প্রেম্যান প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ
০৬	মালি প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ
০৭	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১৩ টি	১৩ টি
০৮	আঞ্চলিক কর্মশালা	২ টি	২ টি
০৯	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রনয়ন সভা	১ টি	১ টি
১০	বাণিজ্যিক মিশ্র ফল প্রদর্শনী	৩৭৪ টি	৩৭৪ টি
১১	বাণিজ্যিক ফল বাগান প্রদর্শনী	১৬৩ টি	১৬৩ টি
১২	বসতবাড়ি বাগান প্রদর্শনী	৮০১ টি	৮০১ টি
১৩	ড্রাগন ফল প্রদর্শনী	৩১৮ টি	৩১৮ টি
১৪	পুরাতন বাগান ব্যবস্থাপনা	৩০০ টি	৩০০ টি
১৫	কেশুনাট প্রদর্শনী	৬৯২	৬৯২
১৬	কফি প্রদর্শনী	২৮৬	২৮৬

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

সচিব মহোদয়ের ড্রাগন ফলের বাগান পরিদর্শন এবং কৃষকদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

প্রকল্পের নাম: লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

Citrus Crops Extension, Management and Production Enhancement Project (1st revised)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

ক) প্রকল্প এলাকায় লেবু জাতীয় ফল চাষ নিবিড়করণ ও প্রায় ১০-১৫% ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

খ) প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ৪০,০০০ মে.টন মাল্টা ও কমলা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।

গ) প্রকল্প এলাকায় মাল্টা ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফল উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের এলাকায় বাইরের ২৫% কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ) প্রকল্প এলাকার ২০টি সরকারি নার্সারিতে লেবু জাতীয় ফলের মার্তৃবাগান স্থাপন ও চারা উৎপাদনের দক্ষতা প্রায় ২৫% বৃদ্ধি করা।

ঙ) প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনীভুক্ত কৃষকদের বিশেষ করে মহিলা কৃষকসহ অন্যান্য কৃষকদের আয় ১০% বৃদ্ধি করা ও ৮-১০% বেকারত্ব দূর করা।

চ) সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট ও কমলা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৫০০০ টি পুরাতন বাগানের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফলন ১৫-২০% বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ

ক) শুরুর তারিখ ১ মার্চ/২০১৯

খ) সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর/২০২৪

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ (লক্ষ টাকায়)

মোট ১৪৪৯১.২৪

জিওবি ১৪৪৯১.২৪

প্রকল্প এলাকাঃ দেশের ৭টি বিভাগের ৩০টি জেলার মোট ১২৩টি উপজেলা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
	প্রশিক্ষণ		
১.	অফিসার প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
২.	কৃষক প্রশিক্ষণ	২৮০ ব্যাচ	২৮০ ব্যাচ
৩.	এসএএও প্রশিক্ষণ	-	-
৪.	উদ্বুদ্ধকরন ভ্রমণ	-	-
৫.	আঞ্চলিক কর্মশালা	৭ টি	৭ টি
৬.	**প্রদর্শনী**		
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (০৫ শতক)	৩৪৬০ টি	৩৪৬০ টি
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (১০শতক)	৩৭৯৫ টি	৩৭৯৫ টি
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (২০ শতক)	৩৫৮১ টি	৩৫৮১ টি

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (৩০ শতক)	৬১৩ টি	৬১৩ টি
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (৪০ শতক)	৪৯১ টি	৪৯১ টি
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (৫০শতক)	-	-
	লেবু জাতীয় ফলের (মাল্টা, কমলা, লেবু, বাতাবি লেবু) একক/মিশ্র প্রদর্শনী (০১ একর))	-	-
	পুরাতন লেবু জাতীয় ফল বাগানের পরিচর্যা প্রদর্শনী	১১১০ টি	১১১০ টি
	মোট প্রদর্শনী	**১৩০৫০ টি**	**১৩০৫০ টি**
৭.	কৃষক মাঠ দিবস	১২৩ টি	১২৩ টি
৮.	**২) মূলধন**		
	সম্পদ সংগ্রহ		
	নার্সারি যন্ত্রপাতি (হ্যান্ড স্প্রেয়ার)	১৭০৭০ টি	১৭০৭০ টি
	নার্সারি যন্ত্রপাতি (গ্রাফটিং নাইফ)	১৭০৭০ টি	১৭০৭০ টি
	নার্সারি যন্ত্রপাতি (সিকেচার)	১৭০৭০ টি	১৭০৭০ টি
	ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম স্থাপন	৩৮ টি	৩৮ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্র

নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা ও ফটিকছড়ি, চট্টগ্রামে মাল্টা প্রদর্শনী

প্রকল্পের নামঃ মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে মাশরুম উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন,

২। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ,

৩। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা কমিয়ে আনা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৫ বছর মেয়াদি (জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ

ক) মোট : ৯৬৬৪.১১ লক্ষ টাকা

খ) জিওবি : ৯৬৬৪.১১ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকাঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এবং ৩৪টি মাশরুম উপকেন্দ্র/হর্টিকালচার সেন্টার রিসোর্স সেন্টার হিসেবে এবং সকল জেলা (৬৪), উপজেলা (১৬০) ও মেট্রোপলিটন থানা (১৫) কার্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	জাতীয় সেমিনার	১টি	১টি
২	মাশরুম উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ	১টি	১টি
৩	দলভুক্ত চাষি প্রশিক্ষণ	১টি	১টি
৪	সাধারণ চাষি প্রশিক্ষণ	১টি	১টি
৫	ভার্মি কম্পোস্ট	১০টি	১০টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ উইং এর সম্মানিত পরিচালক মহোদয় প্রকল্পের প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন এবং উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ছবি

প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প, ২য় সংশোধিত (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রধান উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্প এলাকায় শাকসবজি ও মসলা ফসলের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি করা এবং পুষ্টিগত অবস্থা কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ উন্নীত করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (ডিএই অংগ):

- প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো।
- বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিস্তার ঘটানো।
- ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো।
- জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাক সবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা।
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা।
- চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যম হিসেবে কচুরিপানার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই, ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা: প্রকল্পটি দেশের ৮টি বিভাগের ২৪টি জেলার ৪৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	কৃষক প্রশিক্ষণ	৭৭৮ ব্যাচ	৩৬০.৪৫	৫৭১ ব্যাচ	২৫৬.৯৫
২	উপকারভোগী কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৫৭৫ ব্যাচ	২৫৮.৭৫	৫৭৫ ব্যাচ	২৫৮.৭৫
৩	এসএএও প্রশিক্ষণ	২৭ ব্যাচ	১৪.০৪	২৭ ব্যাচ	১৪.০৪
৪	কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	১৫ ব্যাচ	১৩.০৫	১৫ ব্যাচ	১৩.০৫
৫	মাঠ দিবস	৬৬৫ ব্যাচ	৩০৮.৫৫	৪৭৯ ব্যাচ	২১৫.৫৫
৬	কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১৫৫ ব্যাচ	১০৯.৯৭	১৫০ ব্যাচ	১০৪.৯৭
৭	জাতীয় কর্মশালা	৫টি	২০.৭৫	৩টি	১২.৪৫
৮	জাতীয় সেমিনার	৬টি	২৮.৪০	৪টি	১৬.৬০
৯	পিআইসি মিটিং	থোক	৩.৫০	থোক	২.৫০
১০	মসলাজাতীয় ফসলের প্রদর্শনী	৫০৫০টি	৪৩৬.০০	৪,০৫০ টি	৩৩৬.০০
১১	লতাজাতীয় সবজির প্রদর্শনী	৫৪৫০টি	৪৭০.০০	৪,৩৫০ টি	৩৬০.০০
১২	লতাবিহীন সবজির প্রদর্শনী	৬৯৯৯ টি	৬০১.৬০	৫,৬৭০ টি	৪৬৮.৭০

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

ভাসমান বেডে হলুদ প্রদর্শনী ও অন্যান্য শাকসবজি চাষাবাদ

প্রকল্পের নামঃ মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষমাত্রা

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উন্নত জাতের মসলা ফসলের বছরব্যাপী অধিকতর উৎপাদনপূর্বক আমদানি ব্যয় হ্রাস এবং মসলা জাতীয় ফসল স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গতিশীলতা আনয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

১. স্থায়ী ও মৌসুমী পতিত জমির পাশাপাশি বসতবাড়ির ফাকা জমি চাষের আওতাভুক্ত করে ২-৫% শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মসলা ফসলের ফলন পার্থক্য কমিয়ে আনা।

২. বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ বিশেষ করে মসলা ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বহুমুখীকরণ।

৩. প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে মসলা জাতীয় ফসলের ৫% কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; আয়বর্ধক কার্যক্রমে ২৫-৩০% মহিলাদের (বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মহিলাদের) সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা): ১৩৭৪২.৬৯

প্রকল্পের এলাকাসমূহঃ বাংলাদেশের ৪০ টি জেলার ১১০ টি উপজেলা ও ২৫টি হর্টিকালচার সেন্টারে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	প্রদর্শনী	২১৫১ টি	২১৫১ টি
২.	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৩৫ ব্যাচ	১৩৫ ব্যাচ
৩.	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ
৪.	পলিশেড নির্মান	৫৩ টি	৫৩ টি
৫.	ভূমি উন্নয়ন	৫৮২১ ঘন.মি.	৫৮২১ ঘন.মি.
৬.	জিও ব্যাগে আদা প্রদর্শনী	৭০ টি	৭০ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়নকৃত প্রদর্শনীর ছবি

প্রকল্পের নামঃ অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনাবাদি পতিত ও অব্যবহৃত বসতবাড়ি চাষের আওতায় আনা;

(খ) বছরব্যাপী ৫,০৩,১৬০টি কৃষক পরিবারের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন।

(গ) ১,৭৭,১২০ জন কৃষক-কৃষাণী এবং ৫,৭৬০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন রক্ষাণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ঃ ৪৫৫৮১.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ (০৪ বছর)

প্রকল্পের এলাকা: ১৪টি অঞ্চলের ৬৪টি জেলায় চলমান।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জনসমূহ
১	পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রর্দশনী	১৫০৭০৭	১৫০৭০৭
২	স্যাঁতসেতে জমিতে কচু জাতীয় সবজি চাষ প্রর্দশনী	১৮০৯	১৮০৯
৩	পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রর্দশনী রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনস্থাপন	১০১৩৮৯ টি	১০১৩৮৯ টি
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ	৩৬৯০০ জন	১৯৪৭০
৫	আয়োজিত সেমিনার	৭৫০ টি	৭৫০ টি
৬	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (এসএএও)	১২০০ জন	১২০০ জন
৭	পিআইসি সভা	৪ টি	৪ টি
৮	পিএসসি সভা	৩ টি	৩ টি
৯	অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১ টি	১ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

মির্জাপুর, টাঙ্গাইলে আশ্রয়ন প্রকল্পের আঙিনায় অনাবাদি ও পতিত জমিতে সবজি চাষ এবং ময়মনসিংহ সদরে পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন

প্রকল্পের নাম: দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাধীন জনগোষ্ঠীর জ্ঞান-দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চমূল্যের নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পুষ্টিহীনতা দূরীকরণসহ খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর করে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ৪% (২৩৬% থেকে ২৪০%-এ) বৃদ্ধি করা

২. পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন ১২% বৃদ্ধি এবং জমির উৎপাদনশীলতা ৫% বৃদ্ধি করা;

৩. মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণসহ ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি ১০% হ্রাস করা;

৪. খোরপোশ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৪৪০ জন কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৫ বছর মেয়াদি (জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ (ক) মোট : **৬৫৩১.৬৯** লক্ষ টাকা

(খ) জিওবি : **৬৫৩১.৬৯** লক্ষ টাকা

এলাকাসমূহঃ দিনাজপুর অঞ্চলের ৩টি জেলার (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ২৩টি উপজেলা।

রংপুর বিভাগের ৩টি জেলার মোট ২৩টি উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
আঞ্চলিক কর্মশালা	১ টি	১ টি
উপজেলা অবহিতকরণ ও পরিকল্পনা কর্মশালা	২৩ টি	২৩ টি
কৃষক প্রশিক্ষণ	৫৯ ব্যাচ	৫৯ ব্যাচ
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	০১ ব্যাচ	০১ ব্যাচ
এসএএও প্রশিক্ষণ	০২ ব্যাচ	০২ ব্যাচ

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব মহোদয় এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়

প্রকল্পের নামঃ জগন্নাথপুর ও মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ➢ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় এবং নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় দুটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) স্থাপন।

➢ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চার বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

➢ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) এর ন্যায় প্রতিটিতে শিক্ষা ও প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, অধ্যক্ষের জন্য বাসভবন, কর্মকর্তাদের জন্য ডরমেটরি, কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি, অতিথিশালা, মাল্টিপারপাস হলরুমসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ।

➢ চার বছর মেয়াদি কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা।

➢ কৃষিতে খামার যান্ত্রিকীকরণে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬ পর্যন্ত।

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ ঃ ৩৮২১৯.৬৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা ঃ সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলা এবং ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্র. নং	কার্যক্রম	অর্জন
১.	ভূমি অধিগ্রহণ	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের নারিকেলতলা মৌজায় ১৫.০৫ একর ও নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার সুয়াইর ইউনিয়নের জনতপুর মৌজায় ১৪.৯৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন।
২.	প্রশিক্ষণ	• কৃষক প্রশিক্ষণ ঃ ৪ ব্যাচ। • প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ঃ ৩ ব্যাচ।
৩.	আঞ্চলিক অবহিতকরণ কর্মশালা	১টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

(চিত্র-০১) প্রকল্পের জমি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত পরিচালক,পরিকল্পনা,প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং মহোদয় এবং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মহোদয়, (চিত্র-০২) প্রকল্পের ট্রেনিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন পরিচালক প্রশিক্ষণ উইং মহোদয়

প্রকল্পের নাম: তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রধান উদ্দেশ্যঃ

তেলজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদাপূরণ ও আমদানি ব্যয় হ্রাস করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- প্রচলিত শস্য বিন্যাসে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রমাণিত স্বল্পমেয়াদি তেল ফসলের আধুনিক জাত অন্তর্ভুক্ত করে বর্তমান তেল ফসলের (সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, সয়াবিন) আবাদি এলাকা ৭.২৪ লক্ষ হেক্টর (ডিএই: ২০১৭-১৮) থেকে ১৫-২০% বৃদ্ধি করা।
- বিএআরআই ও বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত তেল ফসলের আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং মৌ-চাষ অন্তর্ভুক্ত করে তেলজাতীয় ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন ১৫- ২০% বৃদ্ধি করা।
- ব্লকভিত্তিক কৃষক গ্রুপ (৭৫৭২ টি) গঠনের মাধ্যমে তেল ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ এবং টেকসই করা।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত প্রজনন বীজ ব্যবহার করে প্রকল্প মেয়াদে বিএডিসি কর্তৃক ১০৫২.৩২০ মে. টন ভিত্তি বীজ উৎপাদন এবং সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- তেল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে ভোজ্য তেল আমদানি বাবদ প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ

ক) শুরুর তারিখ : জুলাই, ২০২০ খ্রি.

খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫ খ্রি.

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ

মোট : **২৭৮২৬.৬৩ লক্ষ টাকা**
(ডিএই ২২২১৬.৮৭; বিএআরআই ২০৪৪.১৭; বিনা ১৫২১.৮৪; বিএডিসি; ২০৪৩.৭৫)

জিওবি : **২৭৮২৬.৬৩ লক্ষ টাকা**

প্রকল্প এলাকা (ডিএই অংগ): দেশের ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

কার্যক্রম	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত অর্জন	আর্থিক অর্জন (লক্ষ টাকায়)
কৃষক প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	২২১	২৬৭.৬৩	২২১	২৬৭.৬৩
সরিষা বপন যন্ত্র ড্রাইভার প্রশিক্ষণ (পিটিওএসসহ পাওয়ার টিলার) (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	৩	৭.২৩	৩	৭.২৩
এসএএও প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	৬০	১০০.৮০	৬০	১০০.৮০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ৩২ জন)	২	১৫.৭১	২	১৫.৭১
মৌ পালনের ওপর কর্মকর্তাদের সার্টিফিকেট কোর্স (প্রতি ব্যাচে ৩২ জন)	০	০.০০	০	০.০০
কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা (প্রতি ব্যাচে ৭০ জন)	২০২৯	৮৫৬.২২	৫৯৭	২৫১.৯৩
কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	১৪	৫২.৪২	০	০.০০
বিদেশে শিক্ষা সফর (প্রতি ব্যাচে ০৯ জন)	০	০.০০	০	০.০০
মৌ পালনের উপর কর্মকর্তাদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ (প্রতি ব্যাচে ০৪ জন)	০	০.০০	০	০.০০
কৃষক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান (প্রতি জেলায় প্রতিবছর ১ টি করে)	৬৪	৯১.৫২	৬৪	৯১.৫২
মোট=		**১৩৯১.৫২**		**৭৩৪.৮২**
সেমিনার ও কনফারেন্স				
জাতীয় কর্মশালা	১	১৩.৫৪	১	১৩.৫৪
আঞ্চলিক কর্মশালা	৭	৩৪.৯৬	৭	৩৪.৯৬
মোট=		**৪৮.৫০**		**৪৮.৫০**
ক্রপিং প্যাটার্ণভিত্তিক তেলজাতীয় ফসল আবাদ				
১) সরিষা-বোরো-রোপা আমন	৭৫৩৬	১৩৩১.৭৭	৭৫৩৬	১৩৩০.৭৭
২) সরিষা-বোরো-পতিত	১৬০০	২৪৪.৬০	১৬০০	২৪৪.৬০
৩) সরিষা-বোরো-বোনা আমন	৮০০	১৪০.৩৪	৮০০	১৪০.৩৪
৪) সূর্যমুখি-আউশ-রোপা আমন	২০০	৪০.২৮	২০০	৪০.২৮
৫) সূর্যমুখি-পতিত-রোপা আমন	২০৩১	২৭৮.২৯	২০৩১	২৭৫.২৯
৬) সরিষা-তিল-রোপা আমন	৫০	১১.১২	৫০	১১.১২
৭) ভূট্টা-তিল-রোপা আমন	১০০	২৪.৩০	১০০	২৪.৩০
৮) ভূট্টা-তিল-পতিত	৬৮	১৪.৪৬	৬৮	১৪.৪৬
৯) সয়াবিন-পতিত-রোপা আমন	২০০	২৫.৯৬	২০০	২৫.৯৬
১০) মসুর-তিল-রোপা আমন	৮০	১৪.২৯	৮০	১৪.২৯
১১) সরিষা-পাট-রোপা আমন	৭০	১৪.০৮	৭০	১৪.০৮
১২) চীনাবাদাম-পতিত	৪০০	৫০.৭২	৪০০	৫০.৭২
১৩) সরিষা-বোরো-রোপা আমন	৩৫০	৪১৮.৬২	৩৫০	৪১২.৬৭
১৪) সরিষা-বোরা-পতিত	৩৫০	৩১৮.০৪	৩৫০	৩১২.৪৫
১৫) প্রযুক্তি গ্রাম- সরিষা	৭০	১১৩.১৮	৭০	১১৩.১৮
১৬) প্রযুক্তি গ্রাম- সূর্যমুখী	৬০	৫৩.০৪	৬০	৫৩.০৪
১৭) প্রযুক্তি গ্রাম- তিল	৪	৩.১৭	৪	৩.১৭
মোট=	**১৩৯৬৯**	**৩০৯৬.২৬**	**১৩৯৬৯**	**৩০৮০.৭২২**
বীজ বিতরণ (ফলোআপ)				
সরিষা বীজ বিতরণ	১৪৬৫৬.৫	১৪.৬৬	১৪৬৫৬.৫	১৪.৬৬
তিল বীজ বিতরণ	১২০	০.১২	১২০	০.১২
সূর্যমুখী বীজ বিতরণ	৪২৫০	৫৯.৫০	৪২৫০	৫৯.৫০

কার্যক্রম	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত অর্জন	আর্থিক অর্জন (লক্ষ টাকায়)
চীনাবাদাম বীজ বিতরণ	৪০০০	৪.৬০	৪০০০	৪.৬০
সয়াবিন বীজ বিতরণ	১৩০০	১.১১	১৩০০	১.১১
বোরো ধানের বীজ বিতরণ	৪৪৪০৫	২৬.৬৪	৪৪৪০৫	২৬.৬৪
রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ	২৬৮৫	১.৬১	২৬৮৫	১.৬১
বোনা আমন ধানের বীজ বিতরণ	০	০.০০	০	০.০০
আউশ ধানের বীজ বিতরণ	০	০.০০	০	০.০০
ভুট্টার বীজ বিতরণ	৪৫০	২.২৫	৪৫০	২.২৫
পাট বীজ বিতরণ	৬০	০.০৪	৬০	০.০৪
মসুর বীজ বিতরণ	৩৫০	০.৩৫	৩৫০	০.৩৫
মোট=	৭২২৭৬.৫	১১০.৮৭৫		১১০.৮৮

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্র

মাঠ দিবস ও প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নাম: আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ

ধান, গম ও পাট বীজ সহজ লভ্য করে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা এবং বীজ বাজার ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- সঠিক সময়ে, সঠিক মুল্যে কৃষকদের নিকট সঠিক জাতের উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ সহজলভ্য করা
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত ধান (১,৪৫,৭০০ মে.টন), গম (১১,৮৮০ মে.টন) এবং পাট বীজ (৯৬.৬০ মে.টন) কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন ও বিপননের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা

- কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করে দ্রুত কৃষক পর্যায়ে এলাকা ভিত্তিক লাগসই নতুন জাত সম্প্রসারণ করা
- মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে ইউনিয়ন এর বীজের চাহিদা পূরণ
- উন্নতমানের বীজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত।
প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ ২৯৬৪৯.১৯৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাসমূহঃ দেশের ৮ টি বিভাগের ৬১ টি (পার্বত্য ৩ টি জেলা ব্যতীত) জেলার ৪৬৭ টি উপজেলা।

বছরওয়ারি বীজ উৎপাদন ও বিতরণঃ

অর্থ বছর	বছরওয়ারি সংরক্ষিত বীজের তথ্য (টন .মে)				
	আউশ	আমন	বোরো	গম	নাবী পাট বীজ
২০২০২১-	৪৫২৯.৫০	১২১৬৮.২০	১৪০৩৩.০০	২৭৮৮.১০	২৪.০০
২০২১২২-	৪৮২৭.১০	১৩১৩৪.৮০	২০৫১৯.৩৩	২৭১১.১০	২৩.০০
২০২২২৩-	৪৭৮১.০৮	১৩৬৩৮.১৭	১৫৪৭৯.৩৫	২৭৭০.৫০	২৩.৪০

- ধান ও গমের গবেষণাগারে আবিস্কৃত সর্বশেষ মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন করার লক্ষ্যে সারাদেশে (পার্বত্য তিনটি জেলা ব্যতীত) জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতক দেশের ক্রমবর্ধমানরণে উক্ত কৃষক গ্রুপ দ্বারা মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও বিপণনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বীজের চাহিদা পূরন করার কার্যক্রম চলমান। এর ফলে মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও ব্যবহার হওয়ার ফলে ক্রমান্বয়ে একক আয়তনে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উফশী ধান ও গমের বছরওয়ারি একক এলাকার উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

ফসল	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	
	২০২০-২১	২০২১-২২
আউশ	২.৫৭১	২.৬৮০
আমন	২.৭৭৪	২.৭৮৫
বোরো	৪.০৪০	৪.১০০
গম	৩.৩০০	৩.৬৪০

* ইউনিয়ন পর্যায়ে ৮০০০ টি কৃষক গ্রুপ (প্রতি গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ১৫ জন) গঠন করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন এবং গমের প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নামঃ কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মেয়াদঃ মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ ১৭৯১০.৮৯ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকাসমূহঃ বাংলাদেশের ৬০টি জেলার ১৫০টি উপজেলা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রঃনং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
রাজস্ব			
০১	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৯৬২ ব্যাচ	১০১০ ব্যাচ
০২	স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ	২৫ ব্যাচ	২২ ব্যাচ
০৩	এসএএও প্রশিক্ষণ	৫০ ব্যাচ	৫০ ব্যাচ
০৪	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (১দিনের)	৭ ব্যাচ	৭ ব্যাচ
০৫	কর্মকর্তা টিওটি	৮ ব্যাচ	৫ ব্যাচ
০৬	মাঠ দিবস	৭০০ টি	৩০০ টি
০৭	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১০০ টি	০ টি
০৮	কৃষি মেলা	১০০ টি	১০০ টি
০৯	প্রদর্শনী	৬৮৭৩ টি	৬৮৭৩ টি
১০	আঞ্চলিক কর্মশালা	৫ টি	৫ টি
১১	জাতীয় কর্মশালা	০ টি	০ টি
১২	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১ টি	১ টি
১৩	পেষ্ট রিস্ক অ্যানালাইসিস	৪ টি	৪ টি
মূলধন			
১.	আলু সংরক্ষণাগার	৫৪ টি	৫৪ টি
২.	কমিউনিটি ভেজিটেবল গ্রেডিং এন্ড ক্লিনিং সেড	১০ টি	১০ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

সচিব মহোদয় ও মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নাম: গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), ডিএই।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১. ৫টি জেলার ৫-৮% শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
২. উপযুক্ত শস্য জাত, মানসম্মত বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা এবং সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের গড় ফলন পার্থক্য ৫% হ্রাস করা।
৩. খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একক ও গুচ্ছ প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত প্রযুক্তি ১০০% অঞ্চল ভিত্তিক সম্প্রসারণ।
৪. মাঠ পর্যায়ে কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।
৫. বসতবাড়ির খালি জমিতে উদ্যান ফসল আবাদের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর কৃষক পরিবারের পুষ্টিমান উন্নয়ন।
৬. আয়বর্ধক কার্যক্রমে ৩০% থেকে নূন্যতম ৫% মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতাবৃদ্ধি করা।
৭. নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই/২০১৮ইং হতে জুন/২০২৪ইং পর্যন্ত।

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ: জিওবি: ৭৩১৭.৩৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকা: দেশের ৩টি বিভাগের ৫টি জেলার মোট ৩৯টি উপজেলা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	প্রভাব
১	২	৩	৪	৫
০১	প্রদর্শনী (১৮ টি ফসল, ১২ টি প্রযুক্তি)	৫৫০০ টি	৫৪৬৩ টি	❖ প্রকল্প এলাকায় ফসলের নিবিড়তা ৫.৪৫% বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৯% হতে ১৯৫% এ উন্নীতি হয়েছে। ❖ ১৮ টি ফসলের ও ১২ টি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ফসল উৎপাদন বহুমুখীকরণ হয়েছে। ❖ ৬১৫২ হেক্টর (১২%) মৌসুমী পতিতি জমি চাষের আওতায় এসেছে। ❖ ৩১,২০০ মিটার বারিড পাইপ স্থাপন, ৪৬৮ টি এলএলপি ও ৩১,২০০ ফিট ফিতাপাইপ সরবরাহ ফলে ৮০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ হয়েছে। ❖ সুষম মাত্রায় সার ও উফশী জাত ব্যবহারের ফলে আমন ধানের ফলন ১৭.৭৭% এবং বোরো ধানের ফলন ১৩.৮০% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় ২১,০৮৬ হেক্টর জমিতে ব্রিধান-৬৭,৯৭,৯৯ বিনা ধান-১০ এর আবাদ হয়েছে এবং লবনাক্ত সহনশীল ফসল-সূর্যমুখী, ভূট্টা, উচ্চমূল্য সবজি, তরমুজ, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, অফ সিজন সীম ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ❖ প্রকল্প এলাকায় টেকসই ও লাভজনক প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে-অফ সিজন তরমুজ, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, অফ সিজন সীম, সজিনা গ্রাম, চুইঝাল, ড্রাগন ফ্রুট, কাশ্মিরী কুল, থাইপেয়ারা ও আম বাগান। ❖ জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, ঘেরের আইলে সবজি উৎপাদন, ফেরোমন ট্র্যাপ এবং ইয়োলো ট্র্যাপ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ১৫-২০% নিরাপদ সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ❖ ভার্মি কম্পোস্ট, খামারজাত জৈবসার ও কম্পোস্ট প্রদর্শনী বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জৈবসার ব্যবহার বিষয়ে ২০% কৃষকদের সচেতনতা ও জৈবসার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ❖ ১১০২ টি ক্ষুদ্রাকার কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণের মাধ্যমে কৃষকদের যান্ত্রিকীকরণ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদন খরচ কমে এসেছে। ❖ খুলনা অঞ্চলে ডিএইর ৬ তলা আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ।
০২	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৩৬ টি	১২৫ ব্যাচ	
০৩	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ	৩ ব্যাচ	
০৪	এসএএও প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	১০ ব্যাচ	
০৫	মাঠ দিবস	৩৩৩ টি	৩৩৩টি	
০৬	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১৮ ব্যাচ	১৮ ব্যাচ	
০৭	রিভিউ এন্ড প্লানিং ওয়ার্কশপ	১ টি	১ টি	
০৮	ফেরোমন ট্র্যাপ ও ইয়োলো ট্র্যাপ	১১,৮০০ টি	১১,৮০০ টি	
০৯	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ-বারিডপাইপ	৭৮ টি (১৫৬০০মি.)	৭৮ টি (১৫৬০০মি.)	
১০	আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ (৬ তলা বিশিষ্ট, ১৮০০০ বর্গফুট)	৪৮% (চলমান)	৪০% (চলমান)	

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং উপস্থিত আছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

প্রকল্পের নাম : স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (২য় সংশোধিত)

Smallholder Agricultural Competitiveness Project (SACP) (2nd Revised)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসল চাষে বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

কম্পোনেন্ট-১: উচ্চমূল্য (High Value) ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার;

১.১ উচ্চমূল্য ফসল সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং কৃষক দল গঠন;
১.২ চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদন এবং বাজারভিত্তিক গবেষণা বৃদ্ধিকরণ;
১.৩ গবেষণা ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

কম্পোনেন্ট-২: উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ;

২.১ মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন;
২.২ উচ্চমূল্য (High Value) ফসলের পোস্ট হারভেস্ট এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকরণ;
২.৩ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ।

কম্পোনেন্ট-৩: জলবায়ু সহনশীল ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা;

৩.১ ভূ-উপরিস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা, নিস্কাশন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার;
৩.২ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই,২০১৮ হতে জুন,২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ:

প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের পরিমাণ	
	টাকা	মার্কিন ডলার
(ক) মোট	১২৩৬,৪৪.৮৯ লক্ষ	১৩২.৪৩২১ মিলিয়ন
(খ) জিওবি	৩৮৫,৯৭.৩৫ লক্ষ	৪৩.৯২৪৭ মিলিয়ন
(খ) প্রকল্প সাহায্য (পিএ)	৮৫০,৪৭.৫৮ লক্ষ	৮৮.৫০৭৪ মিলিয়ন

প্রকল্পের এলাকাসমূহঃ মোট অঞ্চল ৯টি,মোট জেলা ২০টি,২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট উপজেলা ৯০টি, ইউনিয়ন-৭৫০টি

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ডিএই অংগ (ডিএই, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও এফএও):

ক্র. নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	**প্রদর্শনী** **ফল বাগান** (তরমুজ, পেঁপে, আম, ড্রাগন ফ্রুটস, মালটা, থাই পেঁয়ারা, লেবু (বীজ বিহীন), অফসিজন তরমুজ)	৪৪৬ টি	২৮৬.৫০	৪৪৬ টি	২৮৬.৫০
	উচ্চমূল্যের সবজি (টমেটো, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, বেগুন, গ্রীষ্মকালীন বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, গাজর, করলা, বরবটি, পটল, কাকরোল, লতিরাজ, ঢেড়শ, ঝিঙ্গা, লাউ)	৩০০ টি		৩০০ টি	
	ডাল, তৈল, ভুট্টা ও ভার্মি কম্পোস্ট (মুগডাল, সূর্যমূখী, সয়াবিন, চিনাবাদাম, তিল, ভুট্টা ও ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী)	১০০০ টি		১০০০ টি	
	মোট =	**১,৭৪৬ টি**	**২৮৬.৫০**	**১,৭৪৬ টি**	**২৮৬.৫০**
২	মাঠ দিবস	২৭৬ টি	৫৫.২০	২৭৬ টি	৫৫.২০
৩	কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণ (অন ডিমান্ড)	১,০০০ ব্যাচ	৪০০.০০	১,০০০ ব্যাচ	২৩৮.০০
৪	কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণ (লীড ফার্মাস ও মহিলাদের প্রশিক্ষণ)	২৩৫ ব্যাচ	১৯৬.১৬	২৩৫ ব্যাচ	১৯৬.১৬
৫	উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৬ ব্যাচ	২১.৮৪	৬ ব্যাচ	২১.৮৪
৬	অফিসারদের প্রশিক্ষণ (দেশে)	৫ ব্যাচ	১৮.৫০	৫ ব্যাচ	১৮.৫০
৭	গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ (বিশেষ কার্যক্রম)	২,০০০ শতক	৫২.০০	২,০০০ শতক	৫২.০০
৮	ফার্মাস টু ফার্মাস এক্সচেঞ্জ ভিজিট	৭০ ব্যাচ	৭৭.০০	৭০ ব্যাচ	৭৭.০০
৯	জরিপ ও চাহিদা নিরুপন (পিআরএ)	১,৫০০টি	৯০.০০	১,৫০০ টি	৯০.০০
১০	ওয়ার্কশপ	৮ টি	৪০.০০	৬ টি	৩০.০০
১১	মৌসুমব্যাপী এসএএও'দের টিওটি অন FBS	০৩ ব্যাচ	৩২.৯০	০৩ ব্যাচ	১৩২.৯০
১২	লিড ফার্মার	৯০০০ এমএম	২১০.০০	৬৭৫০এমএম	১৫৭.৫০
১৩	কৃষক ব্যবসায় স্কুল (FBS)	২০০টি	১৬২.৫০	২০০ টি	১৬২.৫০
১৪	কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন	২০টি	৩৯.৬০	২০ টি	৩৯.৬০
১৫	অ্যানুয়াল আউটকাম/মিড টার্ম ইভ্যালুয়েশন	০২টি	২৫.০০	০২ টি	চলমান
১৬	এফএও	থোক	৩৭৫.০০	থোক	৩৭৫.০০

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্পের নাম: রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

Rangpur Division Agriculture and Rural Development Project (1st Revised)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যবিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. রংপুর বিভাগে কৃষি উৎপাদন তথা ধান, গম ও ভুট্টার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

২. রংপুর বিভাগের কমবেশী ৩০% জনগণের গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামোর সুবিধাদি সৃষ্টি।

৩. প্রকল্প এলাকার টার্গেটেড ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের আয় ১০% বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ :

(ক) মোট	:	৩৯৯৯২.৪১ লক্ষ টাকা
(খ) জিওবি	:	৬৯৫০.০৭ লক্ষ টাকা
(গ) প্রকল্প সাহায্য (পিএ)	:	৩৩০৪২.৩৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকাসমূহ: ৮টি জেলা, ৩৯ উপজেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

ফার্মার্স লিডারশিপ ট্রেনিং এবং প্রদর্শনী পরিদর্শন

কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বাস্তবায়ন

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্র. নং	কার্যক্রম	অর্জন
১.	কৃষক গ্রুপ গঠন (৩০০০)	১। কৃষকরা দলীয় শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন আয় বর্ধনমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। যেমন- কম্বাইন হার্ভেস্টার ক্রয় ও ব্যবহার, বীজ সংরক্ষণ, উপকরণ নাবেচা, পুকুর লিজ নেয়া, গরু ছাগল পালন ইত্যাদি। ২। ৩০০০ কৃষক গ্রুপে প্রায় ২০,০০,০০,০০০/- টাকার বেশি সঞ্চয় রয়েছে। ৩। তারা গ্রুপের সদস্য হওয়ার কারণে নিজেরা কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এবং পার্শ্ববর্তী কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।
২.	১। অফিসার,স প্রশিক্ষণ (টিওটি)।	১। ১০ ব্যাচ। ২। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী গণ দ্বারা টিওটি সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে ডিএই এ মাঠ পর্যায়ের অফিসার বৃন্দের আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে যা তারা এসএএও ও কৃষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদেরকে অবহিত করতে পেরেছে।
	২। এসএএও প্রশিক্ষণ (৪০ ব্যাচ)	১। ৩৬ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। ২। এই প্রশিক্ষণটিও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী গণ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে।
	৩। ডিএই স্টাফ ট্রেনিং (১০ ব্যাচ)	১। অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার বৃন্দ দ্বারা প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ফলে কৃষি অফিসগুলিতে হিসাব রক্ষণ কার্যক্রম সুচারু ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।
	৪। কৃষক ট্রেনিং (৩০০০ ব্যাচ)	১। ২৭০০ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। ২। প্রত্যেক সদস্য ১ বার ট্রেনিং পেয়েছে। ৩। আধুনিক প্রযুক্তি শেখার ফলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪। প্রযুক্তিগুলি সহজে কৃষক পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয় হয়েছে।
৩.	প্রদর্শনী (১৫০০০)	১। দানা ফসলের নতুন নতুন জাত কৃষকের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ফলে দানা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২। প্রদর্শনী বাস্তবায়নের ফলে পুরাতন জাতের রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে। ৩। ব্রি থেকে উদ্ভাবিত জিংকসমৃদ্ধ জাতের চাষাবাদ বাড়ছে। যেমন- ব্রিধান ৭৪, ব্রিধান ৮৪, ব্রিধান -১০০, ব্রিধান-১০২ ইত্যাদি। ৪। আউশ এর আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫। নিরাপদ সবজি চাষ প্রযুক্তি কৃষকদেরকে শেখানো হয়েছে এবং প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে। ৬। ফল বিশেষ করে বারি মাল্টা -১ এর চাষ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ৭। অপ্রচলিত ফল বাগান যেমন লটকন চাষ সম্প্রসারণ হয়েছে।
৪.	কৃষি যন্ত্রপাতি (৫২০০ টি)	
	১। রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার (৪০০ টি)	১। প্রত্যেক মৌসুমে ব্যবহার হচ্ছে। গত বোরো মৌসুমে প্রায় ২০০০ হে. এবং গত আমন মৌসুমে প্রায় ৫০০ হে. জমিতে ধান রোপন করা হয়েছে। এতে বোরো মৌসুমে ১,৪০,০০,০০০ টাকা এবং আমন মৌসুমে প্রায় ৩৫,০০,০০০ টাকা লেবার খরচ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। ২। এই যন্ত্র ব্যবহার করে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। ফলে কৃষিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।
	২। পাওয়ার থ্রেসার (২১২০ টি)	১। কৃষক গ্রুপের সদস্যদের ধান মাড়াই করে উৎপান খরচ কমিয়েছে।
৫.	বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৫ লক্ষ চারা বিতরণ	১। পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য প্রত্যেক সদস্যের আংগিনায় ৬ টি করে চারা রোপনের ব্যবস্থা করা।
৬.	মোটিভেশন ট্যুর	১। কর্মকর্তা, এসএএও ও কৃষক দেরকে রংপুর বিভাগের কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনের ফলে প্রাকটিক্যাল জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে আগামীর কৃষিকে বানিজ্যিকীকরণে অবদান রাখবে।

প্রকল্পের নাম: বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়ন মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ খ্রি.

প্রকল্প এলাকা: ঢাকা বিভাগের ২ টি ও বরিশাল বিভাগের ৫ টি সর্বমোট ৭ টি জেলার ৪৫ টি উপজেলা।

প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১৮ খ্রি:

প্রকল্প সংশোধনের তারিখ: ২৫ জুন, ২০২৩ খ্রি:

প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়:

(ক) মোট : ১২৫৮৩.৭০ লক্ষ টাকা

(খ) জিওবি : ১২৫৮৩.৭০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- পতিতজমি চাষের আওতায় আনা এবং বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা ৫% (২১৩-২১৮) বৃদ্ধিকরণ।
- আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলন তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৩% (২০১৭-১৮ সাল ও ২০২৩-২৪ সালের পার্থক্য) উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ।
- পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক প্রযুক্তি এবং এলাকা উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
প্রদর্শনী (সংখ্যা)	৮৭৪৬	৮৭১.১৭	৭৮৪৬	৮৭০.৬৮
কৃষক প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	২৭৮	১৩১.৭৮	২৭৮	১৩১.৭১
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	২	৫.৪৩	২	৫.৪২
* কৃষি প্রযুক্তি মেলা (সংখ্যা)	৪৫	৫০.৩১	-	-
কৃষক পুরস্কার (সংখ্যা)	২৭০	৮.১০	২৫৫	৭.৬৫
কর্মশালা (সংখ্যা)	২	৪.০০	২	৪.০০

- **ibas++** অনুযায়ী অর্থবরাদ্দ কম থাকায় কর্যক্রম গুলো এ অর্থবছরে বাস্তাবায়ন করা যায়নি।

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও রাস্তার পাশে সবজি স্থাপন প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নাম: কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-সি- বিডব্লিউসিএসআরপি)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কাছে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি পৌঁছে দেওয়া এবং আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাবসমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি-আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য এবং উপাত্ত প্রণয়ন করা;
- কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদ-নদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি, বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া; এবং
- কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বাস্তবায়ন মেয়াদ: ০১ জুলাই, ২০১৬ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা: :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন
৮	৬৪	৪৯২	৪৫৫৪

প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় :

(ক) মোট : ২১২.৩৬২৪ কোটি টাকা
(খ) জিওবি : ১৫.২২৬০ কোটি টাকা
(গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৯৭.১৩৬৪ কোটি টাকা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

- কৃষি আবহাওয়া বুলেটিন প্রস্তুত ও বিতরণ;
- সাব সিজনাল টু সিজনাল ফোরকাস্ট প্রদান;
- ডিএই সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান;
- এসএমএস, আইভিআর এন্ড ভয়েজ ব্রডকাস্ট সার্ভিস এর মাধ্যমে কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রচার;
- ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রচার;
- ৪৮৮ টি কিয়স্ক হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- অপারেশন এন্ড মেইনটেনেন্স স্টাডি ফর অল লজিষ্টিকস অব প্রজেক্ট;
- প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কিত প্রামাণ্য চিত্র তৈরি;
- এন্ড টার্ম ইভ্যালুয়েশন;
- স্থাপিত ১২ টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন রিনোভেশন;
- বামিস পোর্টাল উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কৃষি আবহাওয়া বিভাগ চালুতে সহায়তা প্রদান।

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

গ্রীন হাউজ, অটোমেটিক ওয়েদার স্টেশন স্থাপন ও ল্যাবরেটরি ইত্যাদি

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক কৃষি আবহাওয়া বেতার শুভ উদ্বোধন

প্রকল্পের নামঃ যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প

উদ্দেশ্যঃ

১। মোট ২৮,৬২০ জন কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় উচ্চ মূল্যের নিরাপদ ফসল উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি করা।

২। ব্যয় সাশ্রয়ী ও ফলপদ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদনশীলতা ১৫% বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় ২০% হ্রাস করে কৃষিকে লাভজনক করা এবং ফসল সংগ্রহত্তোর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উচ্চমূল্য ফসলের সংগ্রহত্তোর ক্ষতি ১৫% হ্রাস করা।

৩। খোরপোশ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৮০০ জন শিক্ষিত তরুণ ও নারী কৃষি উদ্যোক্তা তৈরী এবং তাদেরকে কৃষির মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা।

মেয়াদঃ ০১ জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ ১৭১৩২.৬৩০ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকাসমূহঃ যশোর অঞ্চল

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রঃনং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	কর্মশালা	আঞ্চলিকঃ ০১ টি, জেলাঃ ০৬ টি, উপজেলাঃ ৩১ টি	আঞ্চলিকঃ ০১ টি, জেলাঃ ০৬ টি, উপজেলাঃ ৩১ টি
২	প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তাঃ ০৪ ব্যচ, এসএএওঃ ১৬ ব্যাচ, কৃষকঃ ১৪৯ ব্যাচ	কর্মকর্তাঃ ০৪ ব্যচ, এসএএওঃ ১৬ ব্যাচ, কৃষকঃ ১৪৯ ব্যাচ
৩	প্রযুক্তি	৬৮৫ টি	৬৮৫ টি
৪	উপকরণ বিতরণ	ফেরোমন ফাঁদ- ৩৭৫০ টি	ফেরোমন ফাঁদ- ৩৭৫০ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

বাস্তবায়নকৃত প্রদর্শনীর ছবি এবং অফিসারদের মাঝে প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়

প্রকল্পের নামঃ পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

* নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

* প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের কারিগরি দক্ষতা এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করে কৃষক, শ্রমিক ও ভোক্তার শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

* খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করা।

* প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ ও গুনগতমান সম্পন্ন ফসল উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

* সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমানঃ

(ক) মোট : ১৮১৩১.৭৪ লক্ষ টাকা

(খ) জিওবি : ১৮১৩১.৭৪ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকাঃ জেলা- ৬১টি (পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত), উপজেলা- ৩১৭টি

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	আইপিএম মডেল ইউনিয়ন	২০ টি	১৪০০.০০	২০ টি	১৪০০.০০
২	জৈব কৃষি ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী	৬৪৬৫ টি	৪৫২.৫৫	৬৪৬৫ টি	৪৫২.৫৫
৩	মাঠ দিবস	২১৫৫ টি	১২৯.৩০	২১৫৫ টি	১২৯.২৯
৪	কৃষক মাঠ স্কুল (সবজি)	৩৯৪ টি	৪৪১.২৮	৩৯৪ টি	৪৪১.২৬

৫	ট্যাগ এসএএওদের ক্র্যাশ কোর্স	৪ ব্যাচ	১৯.৯২	৪ ব্যাচ	১৯.৯২
৬	কৃষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	৪ ব্যাচ	৪০.৫২	২ ব্যাচ	৪০.৫২
৭	বিভাগীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (এইও)	৩ ব্যাচ	৩৭৩.১৪	৩ ব্যাচ	৩৭৩.১৩
৮	এফটি রিফ্রেশার্স কোর্স	৪ ব্যাচ	৯.৩২	৪ ব্যাচ	৯.৩২
৯	পোকা দমন ব্যবস্থাপনা কর্মশালা	৪ টি	৪.০০	৪ টি	৪.০০
১০	রিভিউ ও প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ (ইউএও/এএও/এইও)	৬ টি	১৩.২০	৬ টি	১৩.২০

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

মহাপরিচালক মহোদয় ও পরিচালক সরেজমিন উইং মহোদয়ের প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রকল্পের নাম: আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ফসলের জাত মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদনশীলতা ১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি করে কৃষকের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

খ) সিলেট অঞ্চলে ৭১,২৭২ হেক্টর পতিত জমি আবাদের অন্তর্ভুক্তকরণ।

গ) ফসলের উন্নত জাত, মান সম্মত বীজ, মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যা, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের বহুমুখীকরণ চর্চার মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের গড় ফলন পার্থক্য ৫% হ্রাস করা।

ঘ) আয়বর্ধক কার্যক্রমে ন্যূনতম ৫% মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কৃষকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের মেয়াদ: ০৫ বছর মেয়াদি (জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট: ২৩০২৯.৪৬৬

জিওবি : ২৩০২৯.৪৬৬ (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প এলাকা : সিলেট বিভাগের ৪টি জেলার ৪০টি উপজেলা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	কৃষক গ্রুপ গঠন	১৭৭৭ টি	১৭৭৭ টি
২	কৃষক প্রশিক্ষণ	২৫৮ টি	২৫৮ টি
৩	এসএএও প্রশিক্ষণ	১০ টি	১০ টি
৪	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	৪ টি	৪ টি
৫	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১২ টি	১২ টি
৬	বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী	৭০৫৩ টি	৭০৫৩ টি
৭	কৃষক মাঠ দিবস	৫৭৫ টি	৫৭৫ টি

৮	আঞ্চলিক কর্মশালা	১ টি	১ টি
৯	জেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা	৪ টি	৪ টি
	কৃষি যন্ত্রপাতি		
১০	স্প্রেয়ার (প্রতি গ্রুপে ২ টি করে)	৩৫৫৪ টি	৩৫৫৪ টি
১১	পাওয়ার স্প্রেয়ার (চাহিদার ভিত্তিতে)	১০০০ টি	১০০০ টি
১২	ফিতা পাইপ সেট (৫০০ফিট) প্রতি গ্রুপে ১ টি করে	১১৭৬ টি	১১৭৬ টি
১৩	এলএলপি ০.৫ কিউসেক (গ্রুপে ১ টি করে)	৩৩১ টি	৩৩১ টি
১৪	ফটোকপিয়ার (অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা সমূহে)	৩৩ টি	৩৩ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৃত প্রদর্শনী

প্রকল্পের নামঃ কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। বিদ্যমান শস্য পরিবর্তন ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বর্তমান অবস্থা থেকে ০৮-১০% বৃদ্ধি করা।

২। পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসল চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৩৭১৮ টি বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী স্থাপন এবং ১৫৫টি পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল গ্রাম সৃজনের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন; বাজার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন।

৩। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় প্রায় ৩,০৮,৬১৮ টি কৃষক পরিবার পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং ৩৭২০০ জন কৃষক-কৃষাণীর আয়বর্ধন কাজে সম্পৃক্তকরণ এবং বারটানের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ৭ টি মিনি নিউট্রিশন ল্যাব. স্থাপনসহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০২৩- সেপ্টেম্বর ২০২৭

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

ক। মোটঃ ১৪৮৮০.৭২

i) ডিএই-লীড এজেন্সীঃ ১১৪৭৫.৭২

ii) বারটান সহযোগী অঙ্গঃ ৩৪০৫.০০

খ। জিওবিঃ ১৪৮৮০.৭২

প্রকল্প এলাকাঃ জেলা- **৪৯** টি (পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত), উপজেলা- **১৫৫** টি

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

প্রদর্শনীর	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকা)
ভার্মিকম্পোস্ট	৪৯৬ টি	৫৪.৫৪৩
	মোট	৫৪.৫৪৩

প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	টাকা (লক্ষ টাকা)
উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ	১৭৮ ব্যাচ	১৩৪.০৩৪
জাতীয় কর্মশালা	১ টি	৮.২৭
	মোট	১৪২.৩০৪

সর্বমোট (প্রদর্শনী+প্রশিক্ষণ) =১৯৬.৮৪৭ লক্ষ টাকা
বরাদ্দ=২৫৩.৯৫ লক্ষ টাকা
ব্যয়-২৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা
আর্থিক ৯৮%, ভৌত ১০০%।

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

প্রকল্পের প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণের ছবি

প্রকল্পের নাম: কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরিতে রূপান্তর (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রমে বালাই সনাক্তকরণ আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরিতে স্থাপনের নিমিত্তে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করা এবং কৃষি পণ্য রপ্তানি ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যেও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- উদ্ভিদ সংগনিরোধের জন্য আন্তর্জাতিক মানের Accredited ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে আমদানিকারক দেশের আমদানি শর্তানুযায়ী ২৫-৩০% রপ্তানি বৃদ্ধি করা।
- বালাই নির্ণয় ও সনাক্তকরণের সক্ষমতা অর্জনসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী নূন্যতম ৪০ জন দক্ষ জনবল তৈরি করা যা কৃষি পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কাজ চলমান রাখবে।
- কৃষি পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্যতা স্থাপনের মাধ্যমে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে Market Access নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মেয়াদ: অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ: ১৫৮৩২.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের এলাকাসমূহ: কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ, শ্যামপুর, ঢাকা।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

কার্যক্রম	অর্জন
• কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ স্বদেশ • জাতীয় সেমিনার • প্রগ্রেস মনিটরিং • অনাবাসিক ভবন মেরামত • সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজের ল্যাবরেটরী মেরামত ও সংরক্ষণ • সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজ মেরামত ও সংরক্ষণ • জেনারেটর কমপক্ষে ৫০০ কেভিএ • কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি • অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি • আসবাবপত্র ল্যাবরেটরীর জন্য • ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সংস্থাপন • সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজ সম্প্রসারণ (৩৩১৫ বর্গ ফুট)	• উদ্ভিদ সংগনিরোধ কার্যক্রমে বালাই সনাক্তকরণে আন্তজার্তিক মানের Accredited ল্যাবরেটরি স্থাপণের নিমিওে বিদ্যমান ভবনের ৩৩১৫ বর্গ ফুট সম্প্রসারণ সম্পন্ন • ১৮০ জন কর্মকর্তাকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন • জাতীয় সেমিনার সম্পন্ন • প্রগ্রেস মনিটরিং সম্পন্ন • অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ সম্পন্ন • কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাইজের ল্যাবরেটরী মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন • সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউজ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন • জেনারেটর কমপক্ষে ৫০০ কেভিএ স্থাপন ও সংস্থাপন করা হয়েছে • কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংস্থাপন করা হয়েছে • অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি স্থাপন ও সংস্থাপন করা হয়েছে • আসবাবপত্র ল্যাবরেটরীর জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরবারহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজ পরিদর্শন

প্রকল্পের নাম : রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প
Exportable Mango Production Project

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১) উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত আমের উৎপাদন বর্তমান অবস্থা হতে ০৫% বৃদ্ধি করা;
২) রফতানিযোগ্য মানসম্মত আম উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন;
৩) উন্নত মানসম্মত আম উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ে কৃষক, কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগী (স্টেক হোল্ডার) জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদকাল

প্রকল্পের নাম	আরম্ভ	সমাপ্ত
রফতানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প	জুলাই, ২০২২	জুন, ২০২৭

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান:

(১)	(২)
জিওবি	৪৭০৮.০০
নিজস্ব তহবিল	-
অন্যান্য	-
মোট	**৪৭০৮.০০**

প্রকল্প এলাকাসমূহঃ ১৫ টি জেলার ৪৬ টি উপজেলা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	কৃষক প্রশিক্ষণ	১০৮ ব্যাচ	১০৮ ব্যাচ
২.	এসএএও প্রশিক্ষণ	৩১ ব্যাচ	৩১ ব্যাচ
৩.	অফিসার্স প্রশিক্ষণ	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
৪.	আম উৎপাদন প্রদর্শনী	১৩৯৪ টি	১৩৯৪ টি
৫.	ইনসেপশন/কনক্লুডিং ওয়ার্কশপ	০১ টি	০১ টি
৬.	আম মেলা (জাতীয় পর্যায়)	০ টি	০ টি
৭.	আম মেলা (জেলা পর্যায়)	০ টি	০ টি
৮.	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কৃষক)	০ টি	০ টি
৯.	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ (কর্মকর্তা)	০৩ ব্যাচ	০৩ ব্যাচ
১০.	আমের পেস্টরিস্ক এ্যানালাইসিস (পিআরএ) ও উত্তম কৃষি চর্চা তৈরি	০১ টি	০১ টি
১১.	জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রদর্শনী এবং কৃষি প্রযুক্তির তথ্য আদান প্রদান ও সংরক্ষণ	০১ টি	০১ টি
১২.	৫টি আমের জাতের প্রোডাক্ট প্রোফাইল তৈরি ও সম্প্রসারণ	০১ টি	০১ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

রপ্তানি যোগ্য আম পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়

প্রকল্পের নাম: বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- স্থায়ী ও মৌসুমি পতিত জমি চাষের আওতায় এনে প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮% থেকে ২১০% বৃদ্ধি।
- বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে বিভিন্ন ফসল (উচ্চমূল্যের এবং স্বল্প পানি চাহিদার ফসলসহ) আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা ১২,৮৯,৬৯৪ হেক্টর থেকে ১৩,১৫,৪৮২ হেক্টর বৃদ্ধি।
- নার্স সিস্টেম থেকে উদ্ভাবিত প্রমানিত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ৮০% হতে ৮২% উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
- আয়বর্ধক কার্যক্রমে ৩০% থেকে ন্যূনতম ৩২% মহিলাদের (বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মহিলাদের) সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের মেয়াদ: ৩০ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণঃ ১৪২১৬.০৯ লক্ষ টাকা

প্রকল্প এলাকা: ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের ০৬ টি জেলার ৬০ টি উপজেলা

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪
১	কর্মশালা	২২ টি	২২ টি
২	কৃষি মেলা	৪৬ টি	৪৬ টি
৩	কৃষক গ্রুপের রিফ্রেশার্স ট্রেনিং	১০০ ব্যাচ	১০০ ব্যাচ
৪	কৃষক প্রশিক্ষণ নন-গ্রুপ	১৪৫ ব্যাচ	১৪৫ ব্যাচ
৫	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রশিক্ষণ	৩০ ব্যাচ	৩০ ব্যাচ
৬	উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ	১০ টি	১০ টি
৭	মাঠ দিবস	২৫৯ টি	২৫৯ টি
৮	প্রদর্শনী	৬৫২৬ টি	৬৫২৬ টি
৯	কৃষি যন্ত্রপাতি (এলএলপি)	৩৪২ টি	৩৪২ টি
১০	কৃষি যন্ত্রপাতি (হ্যান্ডি পটেটো চিপস মেশিন)	৬০ টি	৬০ টি

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্রঃ

ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় এবং প্রকল্পের আওতায় মসলা ফসল পেঁয়াজ উৎপাদন

২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত প্রকল্পের নাম

১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-২য় পর্যায় (এনএটিপি-২) প্রকল্প।

২। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।

৩। নিরাপদ উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রোহত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প।

৪। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।

৫। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।

৬। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

৭। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন

সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম:

১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;

২।বিকেন্দ্রিভূত কর্মধারার অংশ হিসেবে সিআইজি (কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ) গঠণ ও মবিলাইজশেন;

৩। মাইক্রো সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রনয়ন;

৪। সিআইজি কৃষকের মধ্যে কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম হিসেবে প্রদর্শনী, ভেলিডেশন ট্রায়েল, মাঠ দিবস, এক্সপোজার ভিজিট, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি বাস্তবায়ন;

৫। প্রকল্প নির্বাচিত ২০টি হর্টিকালচার সেন্টারে গুনগত মানসম্পন্ন ফলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;

৬। কৃষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, গ্রামীণ উদ্যোক্তা, কৃষি উপকরণ বিক্রেতা ও গার্ডেনারদের মধ্যে আধুনিক কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭। ফিয়াক (Farmers Information and Advice Centre, FIAC) সেন্টার এবং পেস্ট ও সিড মিউজিয়াম এর মাধ্যমে চাহিদামাফিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান;

৮। প্রযুক্তি সম্প্রসারণে আইসিটির ব্যবহার;

৯। UECC, DECC, NECC এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সমন্বয়;

১০। বাজার সংযোগ শক্তিশালীকরণসহ প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য Agriculture Innovation Fund: AIF-২ (৭০%+৩০%) ও AIF-৩ (৫০%+৫০%) ম্যাচিং গ্রান্ড প্রদান;

১১। ডিএই'র স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ভ্যালুচেইন কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

১২। জেলা ও উপজেলায় ট্রেনিং সেন্টার ও হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন এবং টিস্যু কালচার ল্যাব স্থাপন।

সাফল্য:

- বাংলাদেশের ৫৭ জেলার ২৭০ উপজেলায় ২৭১৫ টি ইউনিয়নে গঠিত ২৭১৫০ টি সিআইজি (কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ) এর মাধ্যমে কৃষকের চাহিদামাফিক গ্রুপ ভিত্তিক ৬,৯৫,৭০০ জন কৃষককে সম্প্রসারণ কার্যক্রম সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- বিকেন্দ্রিভূত কর্মধারা অনুসরণপূর্বক প্রতিটি সিআইজি কর্তৃক প্রতিবছর ১ টি করে মোট ১৯০০৫০ টি মাইক্রো এক্সটেনশন প্লান, ১৯০০৫ টি ইউনিয়ন এক্সটেনশন প্লান ও ১৮৯০ টি উপজেলা এক্সটেনশন প্লান প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষকের চাহিদামাফিক আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে;
- গঠিত সিআইজিসমূহকে মবিলাইজেশন করার লক্ষ্যে মাসিক সভা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, এক্সপ্রোজার ভিজিট, ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হচ্ছে। পাশাপাশি সিআইজিগুলোকে টেকসই করার লক্ষ্যে সিআইজি কৃষক কর্তৃক নিয়মিত মাসিক সঞ্চয়, সঞ্চয়কৃত অর্থ কৃষিতে বিনিয়োগ ও রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ১৮৫৯.১২ কোটি টাকা সঞ্চয় হয়েছে এবং তা কৃষকের আয়-বর্ধণমূলক কার্যক্রম হিসেবে কৃষিতে বিনিয়োগ হচ্ছে;
- কৃষিতে ৩৫% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে;
- সিআইজি কৃষকগণ নন-সিআইজি কৃষককে প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে;
- সিআইজি কৃষকসহ সকল শ্রেণী কৃষকদের দোড়গোড়ায় চাহিদাভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে **"One stop service center"** হিসেবে ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৬২১ টি **Farmers Information and Advice Centre (FIAC)** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সেন্টারগুলোর মাধ্যমে এসএএওগণ সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করছেন;
- **FIAC** এর মাধ্যমে কৃষকদের কারিগরী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি ফিয়াককে আসবাবপত্র, মোবাইল ট্যাব, পেষ্ট এন্ড সিড মিউজিয়াম, ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি যথা: **Moisture meter, Foot-pump, Pico-projector** ইত্যাদির দ্বারা সেবা প্রদান কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সিআইজি ও নন-সিআইজি সকল শ্রেণীর কৃষককে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, **FIAC** কৃষকের নিকট ক্রমান্বয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে;
- প্রযুক্তি বিস্তার, গ্রহণ ও প্রয়োগের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কৃষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, গ্রামীণ উদ্যোক্তা, কৃষি উপকরণ বিক্রেতা ও গার্ডেনারদের মধ্যে আধুনিক কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের ফলে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্মত কৃষি উপকরণ ব্যবহার ও উত্তম কৃষি চর্চা (**GAP**) অবলম্বন অব্যাহত রয়েছে;
- প্রকল্প এলাকায় সিআইজি কৃষকের মাধ্যমে সেক্সফেরোমন ট্র্যাপ, ফসলের নতুন জাত, **YGM, AWD, Zero tillage, Heat tolerant, Saline tolerant, Flood tolerant, Drought tolerant** জাতের চাষ, আগাম জাতের সবজি, ভাসমান বেডে সবজি চাষ, উন্নত জাতের চারা উৎপন্ন ও সরবরাহ ইত্যাদি প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে;
- ইহা ছাড়া ভার্মি কম্পোষ্ট ও ট্রাইকো কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ব্যবহার কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা হয়েছে যা এখন বাণিজ্যিক পর্যায়ে রূপ নিয়েছে;
- মাটির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি ও বালাইনাশকের ব্যবহার কমিয়ে উচ্চমূল্যের নিরাপদ ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে;
- সিআইজিগুলোকে টেকসই ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণ, কৃষকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে ৬৩০০০টি "সিআইজি কংগ্রেস" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, ফলে কৃষকগণ **"Learning from the best"**-এ উৎসাহিত হচ্ছে, সফল ও সম্ভাব্য আধুনিক প্রযুক্তির প্রচার জোরদার হচ্ছে, এবং সৃষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানে টেকসই কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করছে;
- সিআইজি ও গ্রামীন উদ্যোক্তার সামর্থ্য বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার সংযোগ বৃদ্ধির জন্য **Agriculture Innovation Fund: AIF-2 matching grand** (৭০%+৩০%) ও **AIF-2 matching grand** (৫০%+৫০%) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৭০৩ টি **AIF-2** ও ২৮৭ টি **AIF-3** এর আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পোষ্টহার্ভেষ্ট লস এবং পণ্যের ভ্যালু এডিসন করা সম্ভব হচ্ছে;
- সিআইজি কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সমষ্টিগত বিপণন, বাজার সংযোগ শক্তিশালীকরণ, সরবরাহ চেইন এবং ন্যায্য মূল্য নিশ্চয়তার লক্ষ্যে ২৭১৫ টি ইউনিয়নে ও ২৭০ টি উপজেলায় প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (পিও) গঠন করা হয়েছে;
- একই সাথে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার সংযোগ বৃদ্ধির জন্য **Hortex Foundation** এর মাধ্যমে ৩০ টি উপজেলায় ৩০ টি **Commodity Collection and Marketing Center (CCMC)** স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোতে ক্রেটস, সর্টিং-গ্রেডিং ম্যাট ও টেবিল, ডিজিটাল ব্যালেন্স, ধৌত সুবিধা, পরিবহন ভ্যান ইত্যাদির সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। সিআইজি কৃষকের উৎপাদিত পণ্য **CCMC**-তে বিক্রয়ের মাধ্যমে ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানো, পণ্যের মান বৃদ্ধি ও **Price Gap** কমানো সম্ভব হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬ টি পণ্যের মোট ৩৪৮২৪.২৫ মে. টন ফসল বাজারজাত করা হয়েছে; এবং ২৩২০.৫৫ মে. টন ফসল মালয়েশিয়া, দুবাই, কাতার ও সৌদি আরবে রপ্তানী করা হয়েছে;
- **KLP, PMIS, ARS** ও **IBAS-PMAP** সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রমের রিয়ালটাইম তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিৎ করা হয়েছে;
- এনএটিপি-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিকেন্দ্রিভূত সম্প্রসারণ সেবা, পণ্যের উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও মান বৃদ্ধি, উত্তম কৃষি চর্চা অবলম্বন, কৃষকের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ শক্তিশালী করা, ইত্যাদি প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রমের ছবিঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা অঞ্চলের সম্মানিত উপপরিচালক মহোদয় সিআইজি কংগ্রেসে কৃষকদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন

বিভিন্ন সময়ে মাঠ দিবস ও ফিল্ড টেকনোলজি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের পাশাপাশি প্রদর্শনী পরিদর্শন

কর্মসূচির নামঃ ফল, সবজি ও দানাদার ফসলের বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ WTO-SPS Agreement এবং International Plant Protection Convention (IPPC) এর বিধিবিধান মতে নিরাপদ উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত করার পূর্ব শর্ত হল ISPMs এ বর্ণীত বালাই ঝুকি বিশ্লেষণ করা। ফসলের বালাই ঝুকি বিশ্লেষণ করা থাকলে সহজেই Quarantine Pest প্রবেশে বাঁধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের কৃষিকে বহিঃদেশীয় ধ্বংসাত্বক বালাই থেকে রক্ষা করা যায়।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

১. কর্মসূচি এর মাধমে বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে নিদিষ্ট ফসলের Quarantine Pest এর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

২. আমদানি-রপ্তানির চাহিদার প্রাথমিক শর্ত পূরণে বালাই ঝুকি বিশ্লেষণ সম্পন্নকরণ।

৩. বালাই ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে দেশের কৃষিকে বহিঃদেশীয় ধ্বংসাত্বক বালাই থেকে রক্ষা করা।

বাস্তবায়নকারীদপ্তর/ সংস্থাঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৪

বরাদ্দঃ

কর্মসূচির মোট বাজেট বরাদ্দঃ ২৫০.০০ লক্ষ টাকা।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দঃ ২৪৭.৮ লক্ষ টাকা।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণঃ ১৮৫.৮৫ লক্ষ টাকা।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ ৫৮.৯২৯ লক্ষ টাকা।

ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়ের শতকরা হার

বরাদ্দকৃত অর্থেরঃ ২৩.৭৮%।

ছাড়কৃত অর্থেরঃ ৩১.৭০%।

কর্মসূচির কার্যক্রমের চিত্রঃ

দানাদার ফসলের বালাইনাশক ঝুঁকি নিয়ে কৃষকদের মাঝে পরামর্শ প্রদান

কর্মসূচির নামঃ লাভজনক পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় লাভজনক পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও টমেটো চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পেঁয়াজ ও টমেটোর আবাদ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আধুনিক জাত ও প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, বছরব্যাপী পেঁয়াজ ও টমেটোর সরবরাহ নিশ্চিতকরা পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ উদ্যোক্তা তৈরিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কর।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

১। কর্মসূচি এলাকায় ১০৬৬ টি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, ১০৬৮ টি গ্রীষ্মকালীন টমেটো, ২৬ টি পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রদর্শনীর মাধ্যমে পেঁয়াজ ও টমেটোর আবাদ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বছরব্যাপী পেঁয়াজ ও টমেটোর সরবরাহ নিশ্চিত করা।

২। ৪৩২ জন কৃষককে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৪৩২ জন কৃষককে গ্রীষ্মকালীন টমেটো বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৪০০ জন কৃষককে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, গ্রামীণ উদ্যোক্তা তৈরিতে উদ্বুদ্ধকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন করা।

৩। কর্মসূচি এলাকায় ২ টি পলিনেট হাউজ স্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীতে ৩০% মহিলাদের সরাসরি সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সৃষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সার্বিক পুষ্টিমান উন্নয়ন।

প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫

প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়: জিওবি মোট ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকাঃ

স্কিমের এলাকাঃ যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা, কুমিল্লা, নরসিংদী, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রাজবাড়ী, পিরোজপুর, বরিশাল, মাদারীপুর, সাতক্ষীরা, ভোলা ও খুলনা।

* কর্মসূচিটি দেশব্যাপী ২৬ টি জেলায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে।

* গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষের সম্ভাবনা নিরূপণ ও জেলা হতে প্রাপ্ত সুপারিশ এর ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
১	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১.০০	০	০.০০
২	গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	১.০০	২	১.০০
৩	পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	১.০০	০	০.০০
৪	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	১.০০	১	১.০০
৫	গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ প্রদর্শনী	৬ টি	১.০০	৬	০.৯২০৪০
৬	গ্রীষ্মকালীন টমেটো প্রদর্শনী	৪৫৪ টি	৫০.০০	২২৩	২৪.০৬৮৩৯
			৫৫.০০		২৬.৯৮৮৭৯

কর্মসূচির কার্যক্রমের চিত্রঃ

সম্মানিত সচিব মহোদয়ের পেঁয়াজ প্রদর্শনী পরিদর্শন এবং কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক মহোদয়

কর্মসূচির নামঃ গোপালগঞ্জ জেলার জলাবদ্ধ ও অনাবাদি পতিত জমিতে ফসল উৎপাদন কর্মসূচি

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ ক) অনাবাদি ও জলাবদ্ধ জমিকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা
খ) বসত বাড়িতে পুষ্টিকর ও নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
গ) মহিলা ও বেকার যুবকদের কৃষিকর্মকান্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

বাস্তবায়নকারী দপ্তর/ সংস্থাঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৪

কর্মসূচির বাস্তবায়নাধীন এলাকাঃ গোপালগঞ্জ জেলার ৫ টি উপজেলা।

ক. গোপালগঞ্জ সদর
খ. টুঙ্গিপাড়া
গ. কোটালীপাড়া
ঘ. কাশিয়ানী
ঙ. মুকসেদপুর

বরাদ্দঃ -কর্মসূচির মোট বাজেট বরাদ্দঃ ৫০০ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির প্রভাবঃ

অনাবাদি ও পতিত জমির ব্যবহার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ক) অনাবাদি ও জলাবদ্ধ জমিকে চাষের আওতায় আনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে
খ) বসত বাড়িতে পুষ্টিকর ও নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে
গ) মহিলা ও বেকার যুবকদের কৃষিকর্মকান্ডে যুক্ত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন

ক. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে
খ. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা হচ্ছে
গ. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে
ঘ. কৃষি পণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে
ঙ. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্বের উন্নয়ন করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন

ক. কৃষি উপকরণ সহায়তা
খ. ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ
গ. বিনা মূল্যে বীজ সহায়তা প্রদান
ঘ. হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন
ঙ. জলাবদ্ধ অনাবাদি পতিত জমি আবাদের আওতায় আনার জন্য পারিশ্রমিক ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা

ক. জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু প্রযুক্তি বিস্তার
খ. ভাসমান বেড প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ সবজি উৎপাদন
গ. প্রতি ইঞ্চি জলাবদ্ধ অনাবাদি পতিত জমির ব্যবহার।

কর্মসূচির কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
কৃষক প্রশিক্ষণ	১০ ব্যাচ	১০ ব্যাচ
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ

মাঠ দিবস	৪ টি	৪ টি
কর্মশালা	১ টি	১ টি
সেমিনার	১ টি	১ টি
প্রদর্শনী মোট	২৪৫৫ টি	২৪৫৫ টি
পারিবারিক সমন্বিত খামার উন্নয়ন প্রদর্শনী	৪০ টি	৪০ টি
ডালি পদ্ধতিতে ফসল চাষ প্রদর্শনী	২৫ টি	২৫ টি
ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী	৫০ টি	৫০ টি
জলাবদ্ধ পতিত জমিতে আমন/বোর ধানের বীজতলা	৫০ টি	৫০ টি
বস্তা পদ্ধতিতে ফসল চাষ প্রদর্শনী	৪০ টি	৪০ টি
সেমিফ্লোটিং পদ্ধতিতে ফসল চাষ প্রদর্শনী	২০০ টি	২০০ টি
ঢিবি পদ্ধতিতে ফসল চাষ প্রদর্শনী	১০০ টি	১০০ টি
লতি কচু প্রদর্শনী	২৫ টি	২৫ টি
পুকুরপাড়ে/ঘেরের আইলে সবজি চাষ প্রদর্শনী	৫০ টি	৫০ টি
ভাসমান বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষ প্রদর্শনী	১৮৭৫ টি	১৮৭৫ টি

কর্মসুচির কার্যক্রমের চিত্র

প্রদর্শনী পরিদর্শন

কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরের সমাপ্ত কর্মসূচির নামঃ

বাংলাদেশের অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় ফল উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

কর্মসূচির মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩

মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (জিওবি+পিএ): ২৫০.৯৩ লক্ষ টাকা।

কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বিলুপ্তপ্রায় ফল গাছকে রক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা।
- অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় ফল উৎপাদনের আওতায় আনয়ন ও আয়ের উৎস সৃষ্টি করা।
- মিশ্র ফলবাগান সৃজন ও ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা পূরণ।
- বাগান ব্যবস্থাপনায় নারী ও শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান কার্যক্রম ও অর্জনসমূহ:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক	ভৌত (সংখ্যা/পরিমাণ)	আর্থিক
কৃষক প্রশিক্ষণ	৫০ ব্যাচ	৩৬.৬৭	২২ব্যাচ	১৬.৩০
কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	২.৫৬	০	০
জাতীয় কর্মশালা	২ টি	৫.৫০	১ টি	২.৭৫
প্রদর্শনী	৫৫০	১৫০.১৫	২৪৮	৬৭.৬৫
যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	১৬.০৫	থোক	৫.৫০
পরিবহন ব্যয়	থোক	১৫.০০	থোক	৫.০০
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১০.০০	থোক	৩.০০
অডিও ও ভিডিও	থোক	১০.০০	থোক	৬.০০
অন্যান্য মনিহারি	থোক	৫.০০	থোক	২.০০
মোট রাজস্ব		**২৫০.৯৩**	৪৪%	১০৮.২০
মূলধন		০.০০	০.০০	০.০০
মোট মূলধন		০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		**২৫০.৯৩**	৪৪%	১০৮.২০

কর্মসূচির কার্যক্রমঃ

কৃষকদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

কৃষির উন্নয়ন ধারায় আগামী দিনের চ্যালেঞ্জঃ

১) কৃষি জমি অকৃষি খাতে রূপান্তর প্রতিরোধ।
২) ক্রমঃহ্রাসমান আবাদী জমি হতে ক্রমঃবর্ধনশীল জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা।
৩) পরিবর্তিত জলাবায়ুর ঝুঁকি ব্যবস্থপনা।
৪) লবাণাক্ততার ঝুঁকি মোকবিলা করে দক্ষিণাঞ্চলকে শস্য ভান্ডারে পরিণতকরণ।
৫) কৃষি জমির উর্বরতা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।
৬) 'ক্রপ জোনিং' ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন।
৭) নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন।
৮) গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) কার্যক্রম গ্রহণ।
৯) ভূ-গর্ভস্থ সেচ উৎসের নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ সেচে গুরুত্বরোপ ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা।
১০) চরাঞ্চলে কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ।
১১) নারী সমাজের শক্তিকে কৃষি সম্প্রসারণের সম্পদে রুপান্তর।
১২) কৃষি বাণিজ্যিকিকরণ।
১৩) ই-সম্প্রসারণ সেবা।
১৪) সম্প্রসারণ কার্যক্রমে মনিটরিং ও তদারকি জোরদারকরণ।
১৫) বসত বাড়িতে ফলের উন্নত জাত প্রতিস্থাপন।
১৬) নগর কৃষি উন্নয়ন।
১৭) প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও শস্য বহুমূখীকরণে উৎসাহিতকরণ।
১৮) নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের দ্রুত সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ।
১৯) প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় রোধ।
২০) পুষ্টি, নিরাপত্তা, গুণগতমান সম্পন্ন ও নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদন।
২১) প্রযুক্তি হস্তান্তর, গুণগত মানসম্পন্ন উপকরণ বিতরণ, কৃষি বাজার সংযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে PPP (Public Private Partnership) শক্তিশালীকরণ।
২২) পরিবর্তিত জলাবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সংহতকরণ।
২৩) প্রতিকূল পরিবেশে উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণে প্রতিকূলতা সহনশীল শস্যের জাত জনপ্রিয়করণ।
২৪) কর্তনোত্তর ফসলের ক্ষতি হ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ ও এগ্রো-প্রসেসিং ও গুরুত্বারোপ।
২৫) দক্ষ কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনা।
২৬) সম্প্রসারণ-গবেষণা-শিক্ষা-সরকারি/আধাসরকারি/বেসরকারি /ব্যক্তিসংস্থা-কৃষক-বাজার যোগসূত্র দৃঢ়করণ।
২৭) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ।
২৮) কৃষি উপকরণ যেমন-বীজ, সার, কীটনাশকের দক্ষ ব্যবহার।
২৯) আবহাওয়ার সঙ্গে সংগতি রেখে ফসল চাষ ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আগাম পূর্বাভাস সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিতকরণ।
৩০) এলাকা চাহিদাভিত্তিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
৩১) দক্ষিণাঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে ভাসমান প্রযুক্তিতে ফসল উৎপাদন জনপ্রিয়করণ।
৩২) দক্ষিণাঞ্চলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও মালচিং এর মাধ্যমে লবাণাক্ততা পরিহার করে ফসল উৎপাদন।
৩৩) খরা প্রবণ ও পাহাড়ি অঞ্চলে মালচিং/Green-covered (Mimosa) পদ্ধতিতে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায়সমূহঃ

১। এডাপ্টিভ রিসার্স বিষয়ক একটি উইং/সাব উইং অচিরেই প্রয়োজন যা কৃষকের চাহিদা ভিত্তিক গবেষণা করতে গবেষণা সংস্থা গুলোকে সহায়তা করবে।

২। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য জাতীয় পর্যায় হতে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কৃষি প্রকৌশলী নিয়োগের ব্যবস্থা সময়ের দাবী।

৩। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু ফসলের জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে তৎপর হতে হবে।

৪। ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি কমানোর জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকারখানা স্থাপন ও বহির্বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি বৃদ্ধি করা।

৫। কৃষি ক্ষেত্রে (প্রায় ৪৩%) অধিক জনবলের সম্পৃক্ততা কমানোর জন্য সম্পূর্ণ রূপে যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়া চালুকরণ।

৬। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও জনগণের দোর গোরায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

৭। বালাইনাশকের মান নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বালাইনাশক সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষনকারী সংস্থাকেই প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করা।

৮। কৃষি শিক্ষা গবেষণা ও সম্প্রসারণের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন ও কার্যত ব্যবহার করা।

৯। কৃষি পণ্য উৎপাদনে আগ্রহ ধরে রাখার জন্য চাহিদা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বাজার মূল্যের তারতম্য হ্রাসকরণ। (এতে করে প্রতিবছর কোন এলাকায় কোন ফসল কতটুকু উৎপাদন করা হবে তার পরিসংখ্যান প্রণয়ন করতে হবে ফলে বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকবে)

১০। টেকসই কৃষি উৎপাদনে মাটির দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আরো বেশি তৎপর হতে হবে।

১১। পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিতে হবে। এতে করে একদিকে যেমন পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে অন্যদিকে ফসল চাষও লাভজনক হবে।

১২। সমলয় পদ্ধতিতে যন্ত্রের ব্যবহার সহজতর এবং বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক সমলয় চাষাবাদকে আরো বেশি জনপ্রিয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যেনো কৃষকগণ একই জাতের ধান একই সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে রোপণ এবং একই সময়ে যন্ত্রের মাধ্যমে কর্তন ও মাড়াই করতে পারে। এতে করে ধান চাষে সময়, শ্রম ও খরচ কম লাগবে।

১৩। সর্বাধিক সবজি ও ফল উৎপাদনকারী জেলাসমূহে প্যাকিং হাউজ নির্মাণসহ ফাইটোস্যানেটারি সনদ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

১৪। প্রতিটি বিমানে ২০-২৫% স্পেস বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি পণ্য পরিবহনের জন্য নিশ্চিত করতে হবে এবং বিমানবন্দরে কৃষি পণ্য রপ্তানিকারকদের জন্য পৃথক গেইটের ব্যবস্থাকরণসহ পৃথক স্ক্যানার মেশিন নিশ্চিত করতে হবে।

১৫। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য সংযোগ আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

পরিশিষ্ট ১

হর্টিকালচার উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের নাম

উপপরিচালকের কার্যালয় (ক্যাটাগরি এ)

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টারের নাম
১.	মাশরুম উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট, সাভার, ঢাকা
২.	হর্টিকালচার সেন্টার, সোবহানবাগ, সাভার
৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, মৌচাক, গাজীপুর
৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালপুর
৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ
৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ
৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, ভাজনডাংগা, ফরিদপুর
৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, কল্যানপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, নাটোর
১০.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিলংজা, কক্সবাজার
১১.	হর্টিকালচার সেন্টার, টেবুনিয়া, পাবনা
১২.	হর্টিকালচার সেন্টার, বুড়িরহাট, রংপুর
১৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, খয়েরতলা, যশোর
১৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, দৌলতপুর, খুলনা
১৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, বারাদি, মেহেরপুর
১৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, রহমতপুর, বরিশাল
১৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, শাসনগাছা,কুমিল্লা
১৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
১৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজবাড়ী
২০.	হর্টিকালচার সেন্টার, রামু, কক্সবাজার
২১.	হর্টিকালচার সেন্টার, পাচগাছিয়া, ফেনী
২২.	হর্টিকালচার সেন্টার, রামগড়, খাগড়াছড়ি
২৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, জামালগঞ্জ, জয়পুরহাট
২৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, খেজুরবাগান, খাগড়াছড়ি
২৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, দিনাজপুর
২৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটা, বান্দরবান
২৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, বনরুপা, রাঙ্গামাটি
২৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, মাদারীপুর
২৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, বনানী, বগুড়া
৩০.	হর্টিকালচার সেন্টার, বদলগাছী, নওগাঁ

উদ্যানতত্ত্ববিদের কার্যালয় (ক্যাটাগরি বি)

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেনন্টারের নাম
৩১.	হর্টিকালচার সেন্টার, গুলশান, ঢাকা
৩২.	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজালাখ, সাভার
৩৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, ফলবাগান, টাঙ্গাইল
৩৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
৩৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, খাদিমনগর, সিলেট
৩৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, লংগদু, রাঙ্গামাটি
৩৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, রাজশাহী, রাজশাহী
৩৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঈশ্বরদী, পাবনা
৩৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, মাগুড়া
৪০.	হর্টিকালচার সেন্টার, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

৪১.	হর্টিকালচার সেন্টার, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি
৪২.	হর্টিকালচার সেন্টার, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়ি
৪৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
৪৪.	হর্টিকালচার সেন্টার,আসামবস্তি, রাঙ্গামাটি
৪৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি
৪৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, আজিজনগর, বান্দরবান
৪৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, আড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ
৪৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, নারানখাইয়া, খাগড়াছড়ি
৪৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, বালুখালী, রাঙ্গামাটি
৫০.	হর্টিকালচার সেন্টার, নানিয়ারচর, রাঙ্গামাটি
৫১.	হর্টিকালচার সেন্টার, নাইক্ষ্যৎছড়ি, বান্দরবান
৫২.	হর্টিকালচার সেন্টার, শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ
৫৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ
৫৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, আসাদগেট, ঢাকা
৫৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, খোকশাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ

নার্সারি তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয় (ক্যাটাগরি সি)

ক্রমিক নং	হর্টিকালচার সেন্টারের নাম
৫৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, নাওজোড়, গাজীপুর
৫৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, ভবানীপুর, গাজীপুর
৫৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, পোড়াবাড়ি, গাজীপুর
৫৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
৬০.	হর্টিকালচার সেন্টার, নরসিংদী
৬১.	হর্টিকালচার সেন্টার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
৬২.	হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়াডাঙ্গা, রাজশাহী
৬৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, রামচন্দ্রপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
৬৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, ফুলদিঘী, বগুড়া
৬৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঝিনাইদহ
৬৬.	হর্টিকালচার সেন্টার, খুলনা টাউন, খুলনা
৬৭.	হর্টিকালচার সেন্টার, জেলরোড, কুষ্টিয়া
৬৮.	হর্টিকালচার সেন্টার, ঠাকুরগাঁও
৬৯.	হর্টিকালচার সেন্টার, চুয়াডাঙ্গা
৭০.	হর্টিকালচার সেন্টার, ইছাকাঠি, বরিশাল
৭১.	হর্টিকালচার সেন্টার, পটুয়াখালী
৭২.	হর্টিকালচার সেন্টার, বরগুনা
৭৩.	হর্টিকালচার সেন্টার, দেওয়ানহাট, চট্টগ্রাম
৭৪.	হর্টিকালচার সেন্টার, নোয়াখালী
৭৫.	হর্টিকালচার সেন্টার, এয়ারস্ট্রিপ, টাঙ্গাইল

পরিশিষ্ট ২

উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং এর আওতায় ক্যাটাগরি ভিত্তিক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের নাম ও অবস্থান

ক্র. নং	"ক" শ্রেণীভুক্ত (১২টি)	"খ" শ্রেণীভুক্ত (৮টি)	"গ" শ্রেণীভুক্ত (১০টি)
১	সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম	স্থলবন্দর,দর্শনা, চুয়াডাংগা	স্থলবন্দর, কামালপুর, বকশীগঞ্জ, জামালপুর
২	স্থলবন্দর, টেকনাফ, কক্সবাজার	স্থলবন্দর, তামাবিল, সিলেট	স্থলবন্দর, বিলোনিয়া, ফেনী
৩	শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা	স্থলবন্দর, জকিগঞ্জ, সিলেট	স্থলবন্দর, বিরল, দিনাজপুর
৪	সমুদ্রবন্দর, মংলা, বাগেরহাট	স্থলবন্দর, বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড়	স্থলবন্দর, বেতুলি, মৌলভীবাজার
৫	স্থলবন্দর, ভোমরা, সাতক্ষীরা	স্থলবন্দর, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	স্থলবন্দর, চাতালপুর, মৌলভীবাজার
৬	স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর	স্থলবন্দর, বিবির বাজার, কুমিল্লা	স্থলবন্দর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৭	স্থলবন্দর, আখাউড়া, ব্রাহ্মনবাড়িয়া	নদীবন্দর, নারায়নগঞ্জ	স্থলবন্দর, দৌলতগঞ্জ, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
৮	স্থলবন্দর, সোনামসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা	স্থলবন্দর, বিয়ানীবাজার, সিলেট
৯	স্থলবন্দর, হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর		স্থলবন্দর, ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম
১০	স্থলবন্দর, বুড়িমারী, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট		স্থলবন্দর, নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর
১১	শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম		
১২	ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট		

পরিশিষ্ট ৩

প্রশিক্ষণ উইং এর অধীন বিভাগ ও জেলা অনুযায়ী এটিআইসমূহের অবস্থান

বিভাগ	জেলা	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহের নাম
ঢাকা	ঢাকা	১. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলানগর, ঢাকা
	গাজীপুর	২. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিমুলতলী, গাজীপুর
	মানিকগঞ্জ	৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ
	নারায়ণগঞ্জ	৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ
	ফরিদপুর	৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গঙ্গাবর্দী, ফরিদপুর
ময়মনসিংহ	শেরপুর	৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গৃধানারায়নপুর, শেরপুর
বরিশাল	রহমতপুর	৭. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রহমতপুর, বরিশাল
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
	নোয়াখালী	৯. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
	কুমিল্লা	১০.কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, হোমনা, কুমিল্লা
	রাঙ্গামাটি	১১.কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১২. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাঞ্চারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
সিলেট	সিলেট	১৩. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট
রংপুর	রংপুর	১৪. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, তাজহাট, রংপুর
	গাইবান্ধা	১৫. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাবাজার, গাইবান্ধা
রাজশাহী	পাবনা	১৬. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা
খুলনা	খুলনা	১৭. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দৌলতপুর, খুলনা
	ঝিনাইদহ	১৮. কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঝিনাইদহ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dae.gov.bd